অনুস্বার

ফররুখ আহমদ

অনুস্বার

অনুস্বার

ফররুখ আহমদ

মাতিগঙ্গা

© কবি পরিবার

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১২৩
প্রকাশনায়
মাতিগন্ধা
প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১২
মুঠোফোন : ০১৭১৫-৩৬৩৪৬৭
Onussar (a callection of sattaire poetry) by Farrukh ahmed
Published By Matigonda
e-mail : bipashamon @yahoo.com
Price : 170.00 5 US Dollar
First Print : February 2013
ISBN : 978-984-90287-8-9

প্রাপ্তিস্থান
বিভাস
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
bivas_magazine@yahoo-com

কানাডা প্রাপ্তিস্থান
A T N MEGA STORE
2976 Danfoth Ave.
Toronto, Ontario M4C IlM6
Phone : 416.671.6382/416.686.3134
e-mail : atnmegastore@gmail.com

ঘরে বসে যে কোন বই কিনতে
ই-যোগাযোগ :
www.rokomari.com
admin@ rokomari.com
ফোনে অর্ডার : ০১৮৪১-১১৫১১৫

জন্ম : ১০ জুন ১৯১৮
মৃত্যু : ১৯ অক্টোবর ১৯৭৪

সূচিপত্র

উৎসর্গ-৯ ভূমিকা-১০ বর্ণচোরা-১১ বোঝাপড়া-১২ নীতি-১৩ নীল হাওয়া-১৪ পন্থী-১৫ উত্থিতা-১৬ অভিজাত তন্দ্রা-১৭ সাম্প্রতিক-১৮ আদর্শ-১৯ উর্দু বনাম বাংলা-২০ স্বরূপ-২১ চামড়া-২২ ইঁদুর-২৩ দেশলাই-২৪ নেতা-২৫ ইডেন গার্ডেনে-২৬ রসায়ন-২৭ বিল্লী-২৮ পরিচয়-২৯ পেশাদারী বিদ্যালয়-৩০ একটি বিদেশী কবিতার ছায়া অবলম্বনে-৩১ পতি-৩২ গোদা-৩৩ চরম-৩৪ বড় সাহেব-৩৫ শরীফ-৩৬ শরীফ দ্বিতীয় প্রকার-৩৭ তেজারত-৩৮ চুরি-৩৯ উপরি-৪০ ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সংকীর্তন-৪১ তলপীবরদার-৪২ সালসার বিজ্ঞাপন-৪৩ ঠাট্টা-৪৪ ইতরের দার্শনিক চিন্তা-৪৫ আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি-৪৬ হবু ডিক্টেটরের প্রতি-৪৭ ফেরাউন সন্তান-৪৮ অভ্যাস বনাম অনভ্যাস-৪৯ ঝাঁকের কৈ-৫০ ল্যাজ-৫১ তথাকথিত-৫২ কাক-৫৩ ট্রাডিশন-৫৪ সামাজিক-৫৫ রিলিফ-৫৬ পাঁতি রাজা-৫৭ মান্যবরেষু-৫৮ সুন্দরবনের মামার প্রতি-৫৯ কাঠ-৬০ অ-কাঠ-৬১ ক্রিয়া-৬২ বলদ-৬৩ থাবা-৬৪ হিরো-৬৫ জমিওয়ালা-৫৫ কুলি চালক-৬৭ বুলিওয়ালা-৬৮ প্যাঁচ-৬৯ ভেক-৭০ অনুকারক-৭১ নপুংসক-৭২ হাইব্রিড-৭৩ নিলাম-৭৪ বস্ত্র বর্জন-৭৫ পাক জনাবেষু-৭৬ রাজতন্ত্র-৭৭ কিঞ্চিৎ-৭৮ যাত্রাদলের সৈনিক-৭৯ জনৈক ছিদ্রান্বেষীকে-৮০ মুরুব্বী-৮১ প্রকাশক-৮২ সম্পাদক-৮৩ যেহেতু সহজ পথে-৮৪ চোর, জুয়াচোর এবং পকেটমারের দৌরাত্ম্য-৮৫ পান্ডিত্যাভিমানী কবির প্রতি-৮৬ অতি আধুনিক কবিকে-৮৭ ফাঁদ-৮৮ অরসিকেষু-৮৯ পুঁজির প্রগতি-৯০ তারকা-৯১ চাপ-৯২ শেষ-৯৩

পরিশিষ্ট : ৯৪

উৎসর্গ

(কোন নির্বোধ কর্মীকে)

যাহারা ঘরের খেয়ে তাড়ায় আপন বুনো মোষ
আড়ালে যাদের মোরা তৃপ্তি পাই ভ্যাগাবন্ড বলে :
তাদেরি স্বগোত্র তুমি (আমরা যে পশুর পাপোশ
সে কথা না রাখি মনে ভক্তিরসে যাই সদা গ'লে)
কেননা পশুর দয়া– পরিপুষ্ট মন ও শরীর
কিঞ্চিৎ আরামপ্রিয় পাশবিক স্বপ্নে মশগুল
পর–অনুগ্রহে সদা স্বপ্ন দেখে ফুল ও পরীর
যাবতীয় পদাঘাত মেনে চলে নাড়িয়া লাঙুল।

তোমার বরাতে নাই এবম্বিধ আরাম-আয়েশ
জংগলে, সমুদ্রে, জলে তাড়া খেয়ে ভাগ্য বেড়ানোর
অগত্যা পৌঁছানো তাই আমাদের সংগীতের রেশ
হ'তে পারো ভাগী এর যদি থাকে অদৃষ্টের জোর;
আর নাহি পারো যদি নামাতে ও মনুষ্যত্ব বিষ
তাহলে তাড়াও যেয়ে যথাস্থানে বনের মহিষ ॥

ভূমিকা

কবিকে যখন হ'তে হয় কবিরাজ
মহাজন বাক্যে মতে বাঁশী হয় বাঁশ;
(যেহেতু মসৃণ চিত্ত জাগে মোটা আঁশ
মিহি সুর– পরিবর্তে কর্কশ আওয়াজ)
তখন সম্ভব নয় কবিতার কাজ।
প্রয়োজনে নিতে হয় হাতে বিপরীত
বংশদন্ড (প্রচলিত বিদ্রূপের রীত্)
মালঞ্চের প্রান্তে তাই ঠাঁই পায় বাঁশ।

(বিশেষ জীবের তরে অতি প্রয়োজন
বাঁশের আবাদ কভু নহে নিরর্থক)
ইত্যাকার কথা ভেবে করিনু পরখ,
অবশ্য হয়েছে জানি কাব্য সংকোচন;
(অনন্য উপায়) তাই ত্যক্ত করি মন
অগত্যা দেখাতে হলো হংস মাঝে বক ॥

বর্ণচোরা

তোমার স্বরূপ বোঝা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার
যেহেতু সঠিক বর্ণ কখনো কর না উন্মোচন,
হিতৈষীর ছলে পরো মোহনীয় রঙিন র‍্যাপার;
তা দেখে অবশ্য হয় আমাদের মন উচাটন।
নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে চলি, অকস্মাৎ সুযোগ বুঝিয়া
র‍্যাপার খুলিয়া ফেলো (আমরা বিস্ময়ে হতবাক)
পালানোর চেষ্টা করি প্রাণপণে দু'চোখ বুজিয়া
স্খলিত ময়ূর-পুচ্ছ পিছু-ধাওয়া করো দাঁড়কাক।

অতঃপর ভাগ্যদোষে তোমারি খনিত খালে পড়ি
(প্রথমে তর্জন চলে দলশুদ্ধ ক্রমে নিরুত্তাপ)
জানি না তো কত দিন এ কাজে দিয়েছ হাতে খড়ি?
সাফল্য প্রমাণ করে নির্বোধের এ অজ-বিলাপ;
বুদ্ধির জারজ তুমি নিয়ত ঘটাও বিসম্বাদ,
মানুষকে ফাঁকি দিতে জানি তুমি অতীব ওস্তাদ ॥

বোঝাপড়া

তোমাকে দেখেছি আমি মুক্তকচ্ছ বক্তৃতার কালে
অকৃপণ বজ্র কণ্ঠে ফুটে ওঠে সংখ্যাহীন কথা।
তবু দেখি সেই বাণী ব'য়ে আনে বিষম ব্যর্থতা
তোমার সম্পর্কে বন্ধু বহু কথা হয় আবডালে;
তুমিও বুঝিতে সব একবার পিছনে তাকালে।
তোমার সময় কই? তুমি যেন বাসন্তী-কোকিল
পরের বাসার দিকে ছুঁড়ে ফেলে ব্যস্ততার ঢিল
নতুন বসন্ত পানে উড়ে যাও ঠিক গ্রীষ্মকালে।

আরো কিছু জানি আমি সে সংবাদ প্রকাশ্য বাজারে
ছড়াতে নইকো রাজী তাতে ক্ষতি আমারো সমূহ,
তার চেয়ে এসো মোর ক' স্যাঙাত বসি একধারে
বক্তৃতার মঞ্চ হতে তুলে আনি বঞ্চনার ব্যূহ;
আমার সিংহের ভাগ— তোমাদের অংশ শৃগালের
আশা করি এ কথায় করিবে না আজ হেরফের।

নীতি

চৈনিক ছাত্রের নীতি চীনে থাক। দৃষ্টান্ত বিদেশী
প্রেরণা দেয়নি কভু, পারে নাই কখনো টানিতে
আমাকে দুরূহ পথে (অভ্যস্ত জীবনে কম বেশী
বুলি আওড়ায়ে আর চোখ বেঁধে নোটের গলিতে
অন্ধ-পরিক্রমা শেষে প্রভু-পদে আত্মসমর্পণ)।
তার আগে গোল্ডফ্লেক, জগতের সিনেমা তারকা
জাগুক ঘিরিয়া মোরে উতলা সৌরভে অনুক্ষণ
(এদিকে অতুলনীয় স্বদেশীয় বীর একরোখা)।

দেখেছি পত্রিকাস্তূপে ক্ষুধাশীর্ণ মানুষের হাড়,
দেখেছি আজব খেল ডাস্টবিনে খাদ্য কাড়াকাড়ি,
চৈনিক তরুণ হ'লে অবশ্য তুলিতে তরবারী
আমার সময় কই স্বপ্নে ফেরে শার্লি, শিয়ারার।
হবু কর্মীদের সীট তর্কজালে হ'য়ে ওঠে ভারী
নির্বোধ চৈনিক ছাত্র বহু শ্রমে সরায় পাহাড়।

নীল হাওয়া

চর্ম চক্ষে দেখিতেছি য়োরোপের সোনালি প্রগতি
(মূর্খ এলিয়ট ভনে: সে সভ্যতা ফাঁপা মানুষের!
আমি তো দেখেছি জেগে কি বিশাল তার পরিণতি!
প্রকৃত জান্তব সুখ রূপ পেল সে বস্তু-লোকের
স্বপ্নস্বর্গে। তনুময় নগ্নতার সে কী সমারোহ!
যে হৈমন্তী স্বাধীনতা মজ্জাগত কুকুরের হাড়ে
পাশবিক যৌবনের মনে জাগে সুদূর যে মোহ
পশ্চিমের নীল হাওয়া ভেসে এল সে ঐশ্বর্যভারে)।

জাগার প্রগতি সেই (যদি বেশী বাধা নাহি পড়ে
য়োরোপের নীল হাওয়া ফোটাবে এ শ্যামল মুকুল,
ন্যুডিজম মুক্তি পাবে একদিন পথে আর ঘরে।
নীল দরিয়ার ঢেউ মানে নাই কখনো দুকূল)।
সে স্বপ্ন ভাসিছে মনে মধ্য পথে জাগায়ে সংশয়:
হয়তো সহজ হবে যৌন-বন্ধুত্বের বিনিময়।

পন্থী

মরণের ল্যাঙ খেয়ে একদিন হতে হ'বে চিৎ
অতএব এস সখি তুলি মোরা সোনালি ফসল,
এদিকে মূর্খেরা মুখ ঢাকে টেনে ধর্মের কম্বল
যৌবনের লাল মেঘ ভিড় করে জীবনে কৃচিৎ
(আমার অভ্যাস আছে ধার করি বিদেশী সংগীত)।
ধর্ম মাত্র অহিফেন এ কথাটা জ্ঞানী-বাবাজীর,
আমারো বিশ্বাস এতে জানে একা কমরেড সুধীর,
বৃথা করে জ্বালাতন শতাব্দীর প্রাচীন সম্বিত।

ম্যাটার সম্পুষ্ট তুমি, তনুময় আত্মা সে তো ধূয়া
বিস্ময়ে তাকায়ে থাকি তীরে এসে ও দেহ নদীর
অকারণে ভিড় করে রাশিয়ার মসজিদ মন্দির (!)
তোমার ওষ্ঠের স্বাদে ম্লান হয় লাখো মালপুয়া
জীবের প্রকৃতি খুঁজি ওরা বলে ধর্ম সেরা পথ
প্রকৃতির গূঢ় সত্তা (আমি বলি) জেনেছে শ্বাপদ।

উত্থিতা

জানি জানি ঐ রূপে হে সুন্দরী! চৌরঙ্গী উজালা,
যদিও সে প্রসাধনে আছে জানি প্রচুর ভেজাল,
তবু তুমি ধন্য অয়ি ভাগ্যবতী ভেঙেছ দেয়াল
কাপড়ের স্থূল আব্রু সংকোচ ও শরমের তালা।
তোমাকে দেখিয়া তবে বাজিবে না কেন এ বেহালা
সাম্প্রতিক অতিথির? তাই তারা পথে ক্রমাগত
তোমাকে ঘিরিয়া ফেরে আশ্বিনের কুকুরের মত
মনের মহুয়া সুরা ছেড়ে যায় পুরানো পেয়ালা।

অর্ধ বক্ষ প্রকাশিত, নগ্ন উরু কবির কাব্যে যা
কদাচিৎ দেখা যেত—আজ সেই স্বপ্ন মূর্তিমতী
সহস্র বিশ্রান্ত প্রাণে দেখা দিলে কামনায় ভেজা
স্বাস্থ্যহীনা তবু তুমি বাসনার নির্ভীক সারথি
ফেরালে তিমির যুগ, বাড়ালে এ সভ্যতার গতি
তাইতো বিস্ময়ে দেখি খোঁড়া টাট্টু কী অমিততেজা।

অভিজাত-তন্দ্রা

ঘেয়ো কুকুরের ডাকে ক্রমাগত ঘুমের ব্যাঘাত,
থেকে থেকে উঠে আসে পথচারী ভিখারীর স্বর,
মনে হয় ডাস্টবিনে কাড়াকাড়ি চলে অতঃপর!
বিষম বিপদ এ যে! যতবার পণ্যস্ত্রীর হাত
নিশ্চিন্ত বিলাসে টানি ততবারই বিরক্তি সংঘাত।
শুনি বৃদ্ধ ভৃত্য মুখে এবার কঠিন মন্বন্তর
কী আমার আসে যায় যদি ডোবে পল্লী ও শহর?
কোমল মাংসাশী দিন মোর থাক রক্তিম প্রভাত।

ব্যাংকের জমানো স্তূপ, আভিজাত্য, কৌলিন্য প্রচুর
আর সাথে নিত্য নব পণ্য প্রেয়সীর তনুতল
নিচের আওয়াজে শুধু কেটে যায় সে মসৃণ সুর।
কুকুর লেলায়ে দাও। পলাতক ভিখারীর দল।
এবার ঘনিষ্ট হয়ে মোর মুখে রাখো ওষ্ঠাধর
তোমার তনুর স্বর্গে ডুবে যাক মৃত্যুর খবর।

সাম্প্রতিক

নিয়ো না কর্মীর বেশ, ও বুদ্ধিটা নয় সাম্প্রতিক,
ত্যাগের মহিমা গাথা—ওটাও তো নেহাৎ পুরানো,
তবু ক্যানো জেগে ওঠে তোমাদের ওসব বাতিক
প্রাচীন তো অর্থহীন এ খবর তুমি ভালো জানো।
খোলাফায়ে রাশেদীন কেন যে এখনো সাড়া তোলে
বুঝিতে পারি না আমি (না বোঝারো রয়েছে কারণ
যখন আমার মন শ্যাম্পেনের লাল ছন্দে দোলে
আপনি গড়িয়া তুলি প্রেয়সীর সহস্র তোরণ)।

রেনেসাঁ খেলার মাঠে, রেসকোর্সে, নীল প্রগতির
অর্থ কিছু জানো তুমি (মনে হয় কিছুই জানো না),
তোমার মগজে শুধু বস্তা পচা কথা করে ভিড়।
পশ্চিমের ব্যাখ্যামতে মনে হয় তুমি যেন নোনা
সমুদ্রতীরের প্রাণী, পাও নাই আলোর ঝলক;
দেখনি গার্বোর চোখে শতাব্দীর আবিষ্ট পলক ॥

আদর্শ

ভিক্ষার অভ্যাস আছে তাই ব'লে করি না মজুরী।
প্রতিবেশী সমাজের দ্বার হতে সমুদ্রপারের
নীল প্রগতির কাছে ভিক্ষা আমি করিয়াছি ঢের,
সম্মানজনক শর্তে কখনো বা করিয়াছি চুরি।
ধরিতে পারোনি আজো তোমরা আমার বাহাদুরী
নতুবা গলায় মোর জুতামাল্য বদলে নির্ঘাৎ
দুলিত গৌরব-দীপ্ত যূথিকার স্বপ্নাচ্ছন্ন রাত
আমার কীর্তিকে কেউ বলিত না কভু জুয়াচুরি।

আমার আদর্শ শোনো, ছাড়ো গর্ব স্বাজাত্যবোধের
—অনর্থক পরিশ্রম দিন-রাত্রি আত্ম প্রতিষ্ঠার।
পিঠ চাপড়ানি পাও আর যাতে প্রতিষ্ঠা ট্যাকের
তার জন্য ছুঁড়ে ফেলো অনায়াসে লক্ষ্য আপনার,
জানো তো কুকুরে কভু নাহি চাটে মাংসহীন হাড়
যেখানে মাংসের গন্ধ সেখানেই গতি এ দাসের ॥

উর্দু বনাম বাংলা

দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হ'য়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,
বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা
উর্দু নীল আভিজাত্যে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)।
আতরাফ রক্তের গন্ধে দেখি আজ কে করে বমন?
খাঁটি শরাফতি নিতে ধরিয়াছি যে অজানা বুলি
তার দাপে চমকাবে এক সাথে বেয়ারা ও কুলি
সঠিক পশ্চিমী ধাঁচে যে মুহূর্তে করিব তর্জন।

পূর্ণ মোগলাই ভাব তার সাথে দু'পুরুষ পরে
বাবরের বংশ দাবী—জানি তা অবশ্য সুকঠিন
কিন্তু কোন লাভ বল হাল ছেড়ে দিলে এ প্রহরে)
আমার আবাদী গন্ধ নাকে পায় আজো অর্বাচীন।
পূর্বোক্ত তালাক সূত্রে শরাফতি করিব অর্জন;
নবাবী রক্তের ঝাঁজ আশা করি পাবে পুত্রগণ।

স্বরূপ

তোমাকে দেখিনি আমি হে ধীমান! জামাতে কদাপি,
তোমাকে পেয়েছি তবু সর্ব অগ্রে নেতৃত্বের মাঠে,
তুমি যেন সে গোত্রের দেহ যারা ফেরি করে হাটে
কাহারো বণিতা নয় সকলের বণিতা তথাপি
রৌপ্য-চক্র বিনিময়ে মিটাইতে পারো সব দাবী।
বহুবল্লভের মনে আধিপত্য তুলনা-বিহীন
বহু ট্যাক ফাঁস করি নিজে হও সাফল্য-রঙিন
অনায়াসে হাত করো নেতৃত্ব ও দস্যুতার চাবি।

তোমার গুণের কথা বিদিত এ দীন বঙ্গ দেশে
ভরিতে তোমার গর্ত দেউলিয়া জনতা আকুল।
মসনদ ছেড়ে তুমি মাঝে মাঝে দেখা দিও হেসে
তাতেই কৃতার্থ হবে ভক্তবৃন্দ ভক্তিসমাকুল,
ছড়াবে তোমার নাম ইতিহাস বামে ও দক্ষিণে
তুমি ধন্য করো এসে আমাদের কাঁচা মাথা কিনে ॥

চামড়া

অন্ধকারে ত্বকস্পর্শে ড্রাইভার লছমন সিংয়ের
সিজারের তনুস্পর্শে অলক্ষিতে যায় নাকি পাওয়া,
গঙ্গার হাওয়ায় এসে মেশে নাকি টাইবারের হাওয়া;
আলোক নেভালে শেষ হয় নাকি সব সংশয়ের?
ত্বকসুগভীর এই সভ্যতার ফ্যাকাশে রংয়ের
চামড়ার নীচে হাড় থাকিলেও আত্মা বহুদূর
বিগত শতাব্দী শাখে উড়ে গেছে সে লঘু কর্পূর
নতুন জীবনে আজ যাত্রাসঙ্গী নতুন ঢংয়ের।

একমাত্র বাঁচা সার চামড়ার উষ্ণ আস্তরণে
আদর্শের আত্মা থাক পুরাতন টেবিল ড্রয়ারে
নিজেকে হারায়ে ফেলো বহু বস্ত্রে উলঙ্গ ধরনে
আত্মার দৌর্বল্য বন্ধু আনিও না স্বাস্থ্যহীন মনে
আমার বন্ধুত্ব পাবে পথে, ঘাটে, মাঠে ও বাজারে
চর্ম স্বর্গে অধিবাস শ্রেষ্ঠ জেনো ভনে তা বামনে ॥

ইঁদুর

কাব্যক্ষেত্রে শুরু হ'ল ইঁদুরের তীব্র উৎপাত
সংখ্যাহীন ধেড়ে, লেংটে, বহু মর্দা আর বহু মাদী
কুম্ভীরাশ্রু চোখে এনে অনুভূতিহীন বুকে কাঁদি
কাব্যের পুরানো ঝাণ্ডা ক'রে দিলো পথে ধূলিসাৎ।
ব্যাপার বুঝি না দেখি ইঁদুরের দাঁতের আঘাত,
লাল নীল বহুবিধ অশুচি কাপড়, কীল চড়
হাউই, পটকা, শেল, হনুলুলু গাট্টার পাথর;
তুমুল কাণ্ডের মাঝে শেষ হ'ল দুঃস্বপ্নের রাত।

দিনের প্রান্তরে (!) দেখি এখানেও সেই উৎপাত
অসংখ্য ইঁদুর-কর্মী ক্ষিপ্র হাতে গাড়িতেছে ভিত
সাম্প্রতিক জীবনের। জমেছে পেট্রল, গ্রানাইট
মাঝে মধ্যে কাতুকুতু আর তীক্ষ্ণ কাস্তের সংঘাত।
ঘুমায়েও শান্তি নাই জেগে দেখি পথে ঘাটে ইট
নতুন সড়ক আজ গড়িতেছে ইঁদুর সাঙ্গাত ॥

দেশলাই

বিপ্লবের বহ্নিশিখা অবরুদ্ধ দেশলাই কেস-এ
হে বান্ধবী, এক শর্তে জেনে রাখো জ্বালাতে পারি তা
যদি তুমি মোর বক্ষে জ্বেলে যাও প্রণয়ের চিতা
অবৈতনিকভাবে নিত্য মোর গৃহপ্রান্তে এসে,
বিপ্লবে রসদ যদি জোগাও অকুণ্ঠ ভালবেসে
(কেননা এদেশে সখী, আবহাওয়া বড্ড স্যাঁতস্যাতে)
বিপ্লবের লাল রশ্মি নিভে যায় জোলো আঁধারেতে)
তোমাকে লভিলে আমি সেই শিখা জ্বেলে যাব হেসে।

দুরূহ পুঁথিতে আমি ক'রেছিও সে বাণী-প্রচার
(ফ্যাসান-বিলাসী তুমি পরিয়াছ ধরা সে-পিঞ্জরে)
তবে দেরী কেন সখী, মোর কণ্ঠে দাও কণ্ঠহার
দুস্থ জনতার টানে মাঝে মাঝে এসো মোর ঘরে
বিপ্লবের বার্তা মোর অবশ্য বুঝিবে জনগণ
যে মুহূর্তে হে বান্ধবী! তুমি মোর হইবে স্বজন ॥

নেতা

'মানুষের লাগি কাঁদি ভিজায়েছি আমার আস্তিন
কমরেড! বেরাদর...' (যাই বলি জেনো আমি নেতা
আদর্শ ভাঙায়ে খাই মুক্ত-দিল উদার প্রচেতা
জনতার মাথা বেচি আনিব মুক্তির লাল দিন
সেই সাথে মোর ট্যাঁক হবে জানি সম্পূর্ণ রংগিন।
মরুক পঞ্চাশ লাখ, মারিব পঞ্চাশ লাখ নিজে!)...
'তোমাদের দুঃখে মোর প্রতিদিন বুক ওঠে ভিজে
অহর্নিশি ব'য়ে যাই জনতার দুঃখের সংগিন।'

(কিঞ্চিৎ কষ্টও মানি, জানি ভালো হইবে আখেরে,
বাধা দেয় পিছু হ'তে উদ্ভট বেকার বদলোক
আমার ব্যবসা বুঝি করিয়া দিতেছে একটেরে।
চাকরির উমেদারী করে এসে অচেনা বালক,
আমার হউক সব তাই চষি সব মানুষেরে
তোমাকেও দেব কিছু হও যদি আমার শ্যালক) ॥

ইডেন গার্ডেনে

কিছু না ভাবিয়া সখী, মধুমাস ইডেন গার্ডেনে
কিঞ্চিৎ নগদে মেলে। বোতলের মুখে শাদা ফেনা।
এমন সোনালি সন্ধ্যা আর বুঝি কভু ফিরিবে না
ধরা দাও, ধরা দাও কুটিল কটাক্ষ-জাল হেনে।
আহা, সে মাণিক ছাড়া আর কেবা মাণিকেরে চেনে!
যে মধু লুটিতেছিল পাংশুবর্ণ বন্ধুবর্গ ম্লান
উপযুক্ত মূল্যে আজ পেল তার সুসম্পূর্ণ দান
চলো সখী, সভ্যতার পূর্ণদান রিক্ত দেহে টেনে।

সিফিলিস? গনোরিয়া? সাজানো তো রয়েছে ক্লিনিকে!
কি লাভ ভাবিয়া আজ শৃঙ্খল কঠিন শরিয়ত
নতুন সভ্যতা! আহা, করিয়াছে মুক্ত কত পথ!
পর্দার আড়াল ভাঙো, ভেঙে দাও অন্দরের শিক,
প্রতীক্ষিছে বন্ধু পথে (সেই সাথে মিলিবে নগদ);
তোমার ব্লাউজে জাগে লাল দিন জেনেছি সঠিক ॥

রসায়ন

অসংখ্য পেটেন্টে যবে ছেয়ে গেল বিশাল ভুবন
ছেয়ে গেল ক'লকাতার গুপ্তপুরী বিদেশী রাবারে,
আনন্দ-বোতল টেনে চিত্ত যবে গাহে তারে-নারে;
করিয়া বেফাস কাণ্ড প্রতিক্ষণ লজ্জা পায় মন।
(দুরারোগ্য ব্যাধি সেই ভেবে আমি দেখিনু তখন)।
বহুবিধ তথ্য ঘাটি মিলিল না যখন দাওয়াই,
বুঝিনু ঘুষির চেয়ে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ দাওয়া নাই।
অসম্ভব জেনে সেটা রচিলাম অমর পাচন।

যদিও বিস্বাদ কিছু উপকারে নিঃসন্দেহে আমি
(কেননা গোয়ালা কবে বলিয়াছে তার দধি টক!)
অল্প কিছু পান করি মিটে যায় যদি সব সখ
আবার করিও পান মধ্যপথে নাহি যেয়ো থামি।
গোয়ালার রেফারেন্স দিয়া বলি : ওগো পশুগণ,
নিঃসংশয়ে করো পান কবিরাজ ফৈজীর পাচন ॥

বিল্লী

এ প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল একদিন বিধবা বিড়াল
পূর্ণ নিরামিষভাবে গড়িবে জীবন শুদ্ধাচারী ,
সেই সূত্রে প্রতিদিন বাজারে কিনিত তরকারী;
অম্বল, সূক্তনি ঝোলে কাটাত সে নিরামিষ কাল।
তবুও বিপত্তি ছিল রাজপথে সকাল বিকাল
মাংসের উত্তপ্ত ঘ্রাণে বক্ষ মাঝে নাচিত পৃথিবী
ঠেকাতে সে মাংস গন্ধ নাসিকায় গুঁজিল সে ছিপি
মাংসের বাটিকা হ'তে দৃষ্টিকে সে রাখিল সামাল।

ইত্যাকার প্রচেষ্টায় করিল সে অসাধ্য সাধন
অন্তত লোকের মন সেই আশা উঠিল উচ্চারি
প্রকাশিল সেই বার্তা সংখ্যাহীন কথোপকথন;
হেন সাধ্বী দেখি নাই সকলে তা কহিল বিচারি।
অকস্মাৎ সবিস্ময়ে চমকালো ইতর সজ্জন
কাঁচা মাংস ঘ্রাণে সাধ্বী ঘোরে কেন এ বাড়ী ও বাড়ী!

পরিচয়

অধুনা শৃগাল তবু ভূতপূর্ব হে সিংহ শাবক
'সিংহ' পরিচয় দিতে হাস্যকর ও ব্যর্থ প্রয়াস,
গম্ভীর সম্ভ্রমে যারা জানায় নেপথ্যে পরিহাস
তাদেরে ভেবো না তুমি সহৃদয় বন্ধু, বিবেচক;
নাচায়ে তোমার দর্প তৃপ্ত হয় উহাদের সখ
(প্রবৃত্তির উত্তেজনা অতঃপর আড়ালে সরব)
সিংহ স্বর পরিবর্তে তব কণ্ঠে হুক্কা হুয়া রব
শুনিয়া প্রভূত কষ্টে স্থির থাকে বয়স্য পেঁচক

যা হোক এবার তুমি নিজেকে করিও সংশোধন
ফোলালে ঘাড়ের রোঁয়া কদাপি সে হয় না কেশর
নিজ আভিজাত্য নিজে গ'ড়ে নাও নির্বোধ সজ্জন;
পূর্বপুরুষের দীপ্ত পরিচয় হয় না বেশর,
সস্তা মেডেলের মত ঝুলে কভু থাকে না কামিজে
সিংহ পরিচয় যদি দিতে চাও সিংহ হও নিজে।

পেশাদারী বিদ্যালয়

শাদা, লাল কোন আলো জ্বলিবে না মোর দেহলিতে
বিশিষ্ট কারণে সেথা সনাতন ঘন অন্ধকার—
অখণ্ড ভারত ভাগ্যে মুহুর্মুহু করিবে বিস্তার
নির্জীব কালিমারাশি আর্যামির বিলুপ্ত নদীতে।
গো-ব্রাহ্মণ ধূয়া আরো গাঢ় হবে সে কৃষ্ণ নিশীথে।
সঙ্গে বণিকের নীতিপুষ্ট কাশী বিশ্ববিদ্যালয়
অতি নিরাপদ স্রোতে বাঁধিয়াছি সুখের নিলয়—
আত্মীয়, জামাই, বন্ধু —ওয়ারিশ পৈতৃক তরণীতে।

অন্য কারো অধিকার নাই জেনো সে পবিত্র স্থানে
গোঁফের মর্যাদা শুধু বোঝে এক শিকারী বিড়াল,
বাঘ নয় বাঘডাঁশা এ কথাটা নির্বোধেও জানে
মামার দাপটে তাই ভাগ্নেরাও টানে যে আড়াল
সংবরিতে উচ্চ হাসি প্রতিদিন অস্থানে কুস্থানে,
স্ফীতকায়া বাঘডাঁশা ক্ষোভে তাই আঁচড়ায় গাল।

একটি বিদেশী কবিতার ছায়া অবলম্বনে

ফেরাউন চেয়েছিল একদিন ছুরির খোঁচায়
বনি ইসরাইল বংশ একেবারে করিতে নির্মূল,
কিন্তু সেই অহংকারী করিল যে মারাত্মক ভুল
তার সংশোধন আর এ জীবনে হ'ল নাকো হায়।
অকথ্য নির্বুদ্ধি নিয়ে ডুবিল সে নীল দরিয়ায়।
হাজার জুলুম সয়ে বেঁচে গেল বনি ইসরাইল
অতলে ডুবিল শুধু সে দাম্ভিক হিংস্র আজাজিল;
তবু তার বংশধর বাঁচে আজো হীন দুরাশায়।

এদের আরব্দ পথ ধরিত যদি সে ফেরাউন
আরো আধুনিক ভাবে নিত যদি সে অন্য কৌশল
অকারণে হাড়ে তার লাগিত না ভয়ংকর ঘুণ
নির্বোধ সে বোঝে নাই চোরা মার প্রয়োগের ছল;
বিশ্ববিদ্যালয় যদি ফাঁদিত সে কেরানীর কল
অবশ্য সহজভাবে পেত মূর্খ আশার দ্বিগুণ ॥

পাতি

তোমার আসন শূন্য ওগো পাতি পূর্ণ করো তারে
আস্তাকুঁড় পূর্ণ করে লোক যথা বিশিষ্ট পল্লীর –
তেমনি সম্পূর্ণ করো নিম্নতম পদ কেরানীর–;
নির্বোধের শত পন্থা খোলা থাক এধারে ওধারে।
স্বাধীন শ্রমের মাঠে কোনোদিন দেখিনি তোমারে
তাইতো নিশ্চিন্ত মনে যেথা সেথা দিই বিজ্ঞাপন
ত্রিংশ মুদ্রার প্রেমে বিক্রী করো মস্তিষ্ক আপন
বিক্রী করো হে ধীমান। সচেতন সম্পূর্ণ সত্তারে।

অতীব সুশীল তুমি এ কার্যের সম্পূর্ণ লায়েক।
দেখ না তোমার রাস্তা গড়িয়াছে হিতৈষী বন্ধুরা।
হরেক রকম সুখ আর পাবে সুবিধা অনেক
মাসের পহেলা দিনে পকেটে বাজিবে তানপুরা,
মাস খতমের চিন্তা করিও না কখনো বারেক;
তোমাকে দেখাবে পথ সংখ্যাহীন শিক্ষিত বন্ধুরা।

গোদা

একটি ডিগ্রীর ফলে ঝানু লিটারেট
পদস্থ কেরানী বন্ধু অতীব দাম্ভিক
জ্ঞানের বহরে তব মাথা করে হেঁট
আদিগন্ত হিমাচল, মাদ্রাজী ও শিখ।
দাসপ্রথা মজ্জাগত বহু পুরুষের
দেখায় সঠিক পন্থা ফেলে না বিভ্রমে
(কৃষ্ণা একাদশী ক্লান্তি টানে যার জের
আনো সেই অমাবস্যা বধীর পরাক্রমে)।

জাতির পংকিল ভাগ্যে প্রতীক ক্লেদের;
সাহেবের অগোচরে একচ্ছত্র তুমি,
যেমন কেঁদোর ভয়ে কাঁপে বনভূমি
তেমনি তোমার ভয়ে গতি লিভারের
কেরানীকুলের যায় মধ্য পথে থামি;
নেপথ্যে জোগাতে হয় হাজার সেলামী ॥

চরম

আপাদমস্তক তব গোলামী গর্বের
উজ্জ্বল প্রতীক! তবু করো উদগীরণ
স্বাধীনতা বাক্য যবে করে বন্ বন্
অসীম বিস্ময়ভরে মস্তিষ্ক খর্বের;
পদানত এ জীবনে আরক্ত দর্পের
ছায়া পড়ে; কে বলে সে গর্তবাসী জীব
তোমার উৎসাহে দেয় হিমানী নির্জীব
বিবরে নতুন প্রাণ এ ঢোড়া সর্পের।

স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে ওঠে হে বীর তোমার
সরকারী খরচে, দ্রুত বাজে জয়ভেরী।
যদি বা কটাক্ষ করে ইতর চামার
প্রতিষ্ঠিতে নব-কীর্তি হয়নাকো দেরী
সুপ্রতিষ্ঠিত গোলামীতে ক্ষুদে ফেরাউন
প্রতিবাদ মাত্র হও উদ্যত আগুন ॥

বড় সাহেব

ঊর্ধ্বতন সাহেবের পদতলে বেহেশত আমার
মানি না জামাত, পিতা, বন্ধু, ভ্রাতা, আত্মীয় ইত্যাদি
সাহেব আমার শেষ পুনর্বার সাহেবেই আদি—
আমার অটুট ভক্তি দেখে হাসে বেকার চামার।
তাঁর মতো চলি আমি, তাঁর মতো গড়ন জামার
কাষ্ঠ হাসি প্রভৃতিও তৈরী তাঁরি আদর্শের ছাঁচে
মন তাঁর অনুগামী যে মুহূর্তে বিলাতী জাহাজে
সাহেব ছাড়িয়া যান কলকাতা বা বোম্বাইয়ের দ্বার।

তাঁর আশাপথ চেয়ে অফিসে কাটাই দীর্ঘ কাল,
যখন অফিস দ্বারে সাহেব করেন পদার্পণ—
কৃতজ্ঞতাসূত্রে ভাই বেঁকে যায় আমার কাঁকাল
আনন্দে আমার চিত্ত সুধারস করে উদগীরণ,
বেকারের উপহাস সে মুহূর্তে লাগে নাকো আর
সাহেবের পদতলে চিরদিন বেহেশত আমার ॥

শরীফ

মানি ইসলামী সাম্য তবুও ছাড়ি না শরাফতি,
গৌরবের নীল রক্ত বহমান প্রত্যেক শিরায়,
সপ্ততল উচ্চতায় ব'য়ে চলে সেই স্ফীত গতি
কখনো নীচের দিকে অহঙ্কারে মুখ না ফেরায়।
যখন আতরাফকুল প্রতিবাদ করে তীব্রভাবে
শরীফের আভিজাত্য টলোমলো সে ঝোড়ো হাওয়ায়,
তখন নামিতে হয় পড়ি সেই অর্থহীন চাপে
কেতাবী ভ্রাতৃত্ববাদে সহস্র বর্ষের জানাজায়।

আরো এক অসুবিধা কন্যাদের বয়ঃসন্ধি কালে ,
শরীফ পাত্রের খোঁজে দীর্ঘদিন অহেতু বিব্রত,
আতরাফ বংশ দেখি পৃথিবীর সর্বত্র তাকালে
উপযুক্ত ঘর, বর নাহি আর মেলে মন মতো;
গভীর হতাশা গর্তে সমাগত গর্বের মরণ
অভিজাত রক্তে দেখি আতরাফের রক্ত-সংমিশ্রণ ॥

শরীফ দ্বিতীয় প্রকার

রক্তে আভিজাত্য নাই, তাই গোলামীর
তক্‌মায় খুঁজি আমি দীপ্ত শরাফতি,
গর্বোন্নত চাকুরির উদ্ধত পামীর
যেখানে পেয়েছে মুক্তি এ দাসের গতি
সেখানে একশো তিন কুলী ও কেরাণী
চরাই দাম্ভিক নিত্য এক ইশারাতে
সরকারী জৌলুষের আভিজাত্য টানি'
উঠেছি সবার ঊর্ধ্বে সবের মাথাতে।

সন্ত্রস্ত কেরাণীকুল, চাপরাশী ভয়ে
চোখে সর্ষে ফুল দেখে, কথার দাপটে
প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত, বিমূঢ় বিস্ময়ে
শিক্ষিত বেকার পড়ে বিষম সংকটে
চেয়ে দেখে ফেরাউন শতাব্দীর পটে
নব আভিজাত্য-দীপ্ত সরকারী নিলয়ে ॥

তেজারত

যেন তেন প্রকারে উদ্দেশ্য সাধন!
চাঁদ হাতে পেতে হলে বামন যেমতি
আকাশে লাগায় মই শ্রান্তিহীন মন,
জাগায় ল্যাংড়া পায়ে অবিশ্রান্ত গতি,
তেমনি আমার ইচ্ছা পূরাতে বাসনা
যেমন ক'রেই হোক, যে উপায়ে হোক
চর্তুদশ প্রেয়সীর জোগাব গহনা
বালবাচ্চাদের ভাগ্যে জ্বালাবো আলোক

ব্যাংকের গুহায়। প্রতিবেশী পরিজন!
তাহাদের লাগি আমি কি করিতে পারি?
অদৃষ্ট তাদের হোক একক কাণ্ডারী।
সুযোগে মেটায়ে ফেলি নিজ প্রয়োজন:
ইত্যাকার কথা ভেবে রাত্রে হামেশাই
কওমের খেদমতে যোগ দিনু ভাই ॥

চুরি

পরদ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করার
চির প্রচলিত পন্থা যাকে বলো চুরি,
দেখ আজ দেশশুদ্ধ মস্তিষ্ক সবার
সেই পথে দেখাতেছে নিত্য বাহাদুরী।
হে সাধু! দিও না দোষ, এ-পথে তুমিও
যদি যোগ দাও এসে মুক্তি পাবে খুঁজে,
তোমার অপূর্ব কীর্তি হবে স্মরণীয়
এ কথা বলিতে পারি আমি চোখ বুঁজে।

কেননা দেখেছি আমি এ পথে প্রচুর
প্রাতঃস্মরণীয় জন, সাফল্যে বিরাট
মানুষের মনোরাজ্যে বসায়েছে হাট
অনুসরি চৌর্যবৃত্তি শেয়ানা ঘুঘুর!
যখন ঘুমায় লোকে রুধিয়া কপাট
সিঁদকাঠি এনে দেয় লভ্যাংশ প্রচুর ॥

উপ্‌রি

তোমার শ্যালকপুত্র করেছে আশ্চর্য বাহাদুরী
তিন মাস সময়ের পরিসরে অদ্ভুত সংগিন
বাড়ন্ত সংসারে সেই আনিয়াছে ফাল্গুন রংগিন
পাকা ইমারত ভাগ্য—স্বপ্ন যাদুকরী। নহে চুরি
আমরা সঠিক জানি সে শুধুই নিছক উপুরি।
বেতনের বিশগুণ টেনে আনে স্বাভাবিকভাবে,
হিংসা করে তারা শুধু নিত্য যারা মরিছে অভাবে,
সঙ্গত আয়কে বলে ধড়ীবাজী কিম্বা জুয়াচুরি।

আমরা হিসাবী লোক করি নিত্য তাহারি দালালি
যার ভারী নিমকের বস্তায় স্ফীতির সম্ভাবনা।
উপায় ধর্তব্য নয়, দিক না সকলে করতালি:
চোরভোগ্যা বসুন্ধরা, তন্বী সাকী উদ্ভিন্নযৌবনা
(এর জন্য অপরের থলিয়ায় যদি হানি ছুরি
বলুক চুরি তা লোকে মোরা শুধু বলিব উপুরি ॥

ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সংকীর্তন

মাকড়সা জাল ফেলে বহু দেশ দেশান্তর ছেয়ে
ইয়ার্কির ছলে নয় ঔদরিক আগ্রহের সাথে,
ধরা পড়ে মশা মাছি ষড়যন্ত্র কঠিন ঊর্ণাতে
ধরা পড়ে যাবতীয় সাবালক ছেলে আর মেয়ে।
দেহের বেসাতি করি বাঁচে নারী পথ নাহি পেয়ে
পদলেহনের পদে রূপায়িত কৃতার্থ পুরুষ
অতি কৃতজ্ঞতা হেতু চেটে খায় সন্তান বেহুঁস
প্রভু—পরিত্যক্ত মাল নর্দমার খোলা পথ বেয়ে।

অবশ্য মোহন রূপে মাকড়সা ফেলে তার জাল
শ্বেত দ্বীপ হতে, কভু দুনিয়ার উল্টা পিঠ হতে :
ধনতন্ত্র জারজের শিশু নিত্য পাকায় কাঁঠাল
বুদ্ধিহীন জনতার ন্যুব্জ পিঠে প্রকাশ্য আলোতে
সাম্রাজ্যবাদের চাপে সাক্ষীদের বাঁকানো কাঁকাল
বৈকালিক প্রসাধনে ভেসে চলে বারাঙ্গনা স্রোতে ॥

তলপীবর্দার

তোমার গৌরব-সূর্য জ্বলে ভাগ্যে হে তলপীবর্দার!
এখনো অম্লান তেজে (বিবর্তিত যদিও কাছারি),
পারে না নির্বোধকুল চালাতে দু'মুখো তরবারি
একরোখা গতি নিয়ে মধ্য পথে দেখে গো-ভাগাড়।
তুমি অশ্বতর ধূর্ত পূর্ব হতে করিয়া জোগাড়
ঘোড়া ও গাধার মিশ্র প্রতিভায় হও ধাবমান,
মানো না সম্মুখ বাধা মানো না পশ্চাৎ অপমান,
কথঞ্চিৎ গলাধাক্কা সভামধ্যে অপবাদঃ ভাঁড়।

সামান্য গ্লানির ভয়ে নাহি ছাড়ো আপন স্বভাব
(বিশেষত যে কারণে সংগৃহীত হয় অন্নজল)
পাত্রের উচ্ছিষ্ট প্রাণে সুর তোলে যেন সে রবার,
তৈলপাত্র নিম্নে থাকি কল কভু হয় না বিকল,
তলপী বহনের ফলে কোনদিন হয় না অভাব
প্রভু-অনুগ্রহে তাঁর গৃহপ্রান্তে মেলে আস্তাবল ॥

সালসার বিজ্ঞাপন

বিরাশী ঘোড়ার বল মুহূর্তেই পাবে,
অসংখ্য রমণী।—রত্ন লুটাবে দু'পায়ে,
আমার সালসা খাও। পড়িলে অভাবে
ধার কর্জ করি কিংবা যে কোন উপায়ে
বোতল সালসা কেনো ঘোড়া মার্কা খাঁটি
(পরীর হাটের কাছে চালু কারবার
যেখানে বুড়োরা খেলে বৈকালে কপাটি
সেখানে দোকান করি ওয়ারিশ মামার)।

শরীফ মহলে নিত্য মোর যাতায়াত
গুণীর কদর শুধু বোঝেন তাঁরা,
তাঁদের মেহেরবাণী ফেরালো বরাত,
পর-উপকার হেতু বিজ্ঞাপনে তাই
পারদ-ঘটিত মোর সালসার বাত
শরিফতকামীদের সামীপ্যে জানাই।

ঠাট্টা

ভেবো না বৈশাখী ঝড়ে উড়ে গেছে তোমার কাফন
কবরে নামাতে হলো তোমাকে যে ন্যাংটো অবস্থায়—
ঠাট্টা নয়, সত্য বলি আর কোনো ছিল না উপায়,
বেহেশত দুঃসাধ্য জানি, বস্ত্র প্রাপ্তি—অসাধ্য সাধন
হে মুর্দা! তোমার রক্ত হয়েছে যাদের প্রসাধন
খামারের ধান আর চাল গেল যাদের গোলায়
তোমার বোঝার আগে কোন্ এক দুর্বোধ্য ঠেলায়
কবরে মূষিক ভাগ্যে তারাই জাগালো প্রহসন।

নির্বোধ কোরো না দুঃখ এসেছিলে নগ্ন অবস্থায়—
এই পৃথিবীর কোলে ফিরে যাও আজও সেইভাবে,
মাটিতে পড়িলে ঢাকা লজ্জা আর রহিল কোথায়—
সকলি সমান জেনো কবরের তিমির প্রচ্ছায়;
অতএব শান্ত মনে মিশে যাই মৃত্তিকার চাপে
নগ্নদেহে ফিরে যাই আমরাও বিশ্বের সভায়॥

ইতরের দার্শনিক চিন্তা

নক্ষত্রের পরিক্রমা কেন তার জানি না কারণ
আমাদের পরিক্রমা পেটের জরুরি দরকারে
পাথরে হোঁচট খেয়ে হাঁটু ছিঁড়ে চলি চুপিসারে
যেহেতু পেটের জ্বালা নাহি মানে সদুক্তি বারণ।
বিশ্বমন্ডলের সাথে তবু এই ঘূর্ণমান মন
প্রায়শঃই চিন্তা করে: যদি কম হতো এ ঘোরাটা
শাসনের বর্শা থেকে শোষণের তীব্র কাঠ ফাটা
যাবতীয় সমস্যায় হতো কি অনন্যসাধারণ?

সম্ভবত স্থির যারা গ্রহপতি তাঁদের কিছুটা
অস্থিরতা দেখা দিত, ছোটখাটো উল্কাদের সাথে
ছোটাছুটি করে তাঁরা মর্যাদায় হইতেন ঝুটা
এ কারণে স্থির তাঁরা শোষণের বলিষ্ঠ বাসাতে।
যা হোক সম্বরি চিন্তা খুঁজে ফিরি অন্ন খড়কুটা
আমরা চলেছি যারা চিরদিন মানুষ হাসাতে ॥

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি

(সিফিলেজন বা আধুনিক সভ্যতার প্রতি)

নির্ঘাত ঠকাতে চাও হে সভ্যতা! অসভ্য ইংগিতে
কিন্তু এই শর্মা জেনো অতি দড়ো বহু ঘাট ঘুরে
সঙ্গে সঙ্গে অনিচ্ছায় ঘোলা পানি খেয়ে পেট পুরে
সহজে সে ঠকবে না দেউলিয়া তোমার ভঙ্গিতে।
জেনেছে সে বিষ আছে, মধু নাই তোমার সংগীতে।
প্রতীচীর কন্যা তুমি, প্যারিসের লন্ড্রীতে ধোলাই
এক সিফিলিস ছাড়া অন্যগুণ অবশিষ্ট নাই
ভর করো যথাস্থানে, যেয়ে না এ সাগর লঙ্ঘিতে।

ভেবেছো ভক্তের সংখ্যা অশিক্ষিত গরম মন্ডলে
বেড়ে যায় প্রতিদিন (কথাটা আংশিক সত্য বটে)
কিন্তু এ তো সত্য কথা বহুলোক অভ্যস্ত ও ছলে
আদতেই রাজি নয়। গর্মী রোগ ভরে নিতে ঘটে
অনেক নিয়েছো শুষি শ্বেত-কুষ্ঠ চর্মের বদলে
অনুগ্রহ করে আজ কেটে পড়ো এসো না নিকটে ॥

হবু ডিক্টেটরের প্রতি

তোমাকে ডাকিনি আমি শাসনের পন্থা বাতলাতে
কেননা ও কাজ তুমি ভালো জানো আমাদের চেয়ে
জাতির দোহাই দিয়ে জোগাড় করেছ মদ, মেয়ে
ওসবের প্রয়োজন অবশ্যই বিপ্লব চালাতে।
অন্তত নিজের সুখ (জড়বাদী পকেটে চালাতে
আমারো অনিচ্ছা নাই) চাই কিছু দৃষ্টি অগোচরে।
(বেঁচে থাকা সুকঠিন শরীয়তী কঠিন গহ্বরে।)
লুকায়ে সবার চোখ তাই এসো রসনা ঝালাতে।

কিন্তু সর্বনাশ কেন টেনে আনো জাতিকে খ্যাপায়ে
এ কথাটা সবিনয়ে বহুবার মুখে এনে আমি
একনায়কত্বে ভীত মধ্যপথে ভয়ে গেছি থামি
(আমার মুণ্ডকে তুমি পিষে দেবে হেলায় বাঁ পায়ে
এ কথা স্মরণ মাত্র শীত রাত্রে বিছানায় ঘামি
অনুভব করিয়াছি জ্বর আসে শরীর কাঁপায়ে॥

ফেরাউন-সন্ততি

অনেক ঘুরেছি আমি বে-সরকারী স্বদেশী আড়তে
(দেশ ও দশের গর্ব—উন্নতির চরম স্বাক্ষর—
নেতৃ-দয়া পরিপুষ্ট জনতার বিজ্ঞাপিত স্রোতে)
যে কাণ্ড দেখেছি সেথা তাতে কিন্তু ভূচর খেচর
শঙ্কায় শুকায়ে প্লীহা নরকের দেখিবে দুয়ার
মালিকের আত্মা নাই, আছে শুধু বিশাল উদর—
কবন্ধ প্রেতের মতো গিলে ফেলে উদগারে না আর।

জাতীয় উন্নতি তাই কোন কথা বলে যাওয়া ভার
অগত্যা চলিতে হয় মৃদু হাসি হেসে অমায়িক
(কেননা প্রচুর নেতা কিনেছেন জাতীয় শেয়ার :
সে যার সামর্থমত অবসর সুযোগ-মাফিক)
তবু শুনি শ্রমিকের নাভিশ্বাসে তিক্ত অভিশাপ—
যারা বহিতেছে এই ফেরাউন-সন্ততির পাপ॥

অভ্যাস বনাম অনভ্যাস

দীর্ঘ অনভ্যাস হেতু কাজ করিতে অসুবিধা
(বিবেকে বাধে যা তাও) অভ্যাসেই পারিবে করিতে
অতঃপর চলে যাবে সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে সিধা
আকাঙ্ক্ষিত সাঁচ্চা ঝুটা ভরে নিয়ে আপন তরীতে :
ঠিকভাবে প্যান্ট পরা, টাই বাঁধা যথাযথ ভাবে
সুসভ্য ইয়ার্কি কিছু অসভ্য মেমের খেদমতে
চুরি ও জোচ্চুরি আদি (ছিল না যা তোমার স্বভাবে)
সকলি সম্ভব হবে অভ্যাসের একক দৌলতে।

এমনকি দুনিয়ার সেরা আর্ট পদলেহনের
আয়ত্ত করিবে তুমি নির্ঘাৎ এ অভ্যাসের ফলে
অবশ্য প্রথম দিকে চঞ্চলতা জাগিবে মনের—
মনুষ্যত্ব ইত্যাকার কাল্পনিক ভূতের কবলে;
কিছু ইতস্তত ভাব বিভীষিকা নৈতিক বাঘের
ক্রমশই সরে যাবে— শূন্য কোঠা ভরিলে ফসলে ॥

ঝাঁকের কৈ

দুদিন দেখিয়ে ভেল্কী বুদ্ধিমান হে ঝাঁকের কৈ
মিশেছ নিজের ঝাঁকে নির্ধারিত স্ববর্ণে অর্থাৎ
এদিকে তোমার যারা ঝাণ্ডাবাহী তারা তো অথৈ
ঘূর্ণাবতে পাক খেয়ে সর্ষেফুল দেখিছে নির্ঘাত
তোমার বাপান্ত করি প্রাণপণে, ঠ্যালা সামলাতে
নাকানিচুবানি খেয়ে সর্বজন সম্মুখে বেকুব;
তুমিও দেখছ সব স্বপ্ন স্বর্গ-স্বর্ণ গামলাতে
নির্বোধের কাণ্ড দেখে একচোট হেসে নিয়ে খুব।

মূঢ় জনে ফাঁকি দিতে যুগে যুগে তব আর্বিভাব
শতকে সহস্রবার বিবর্তিত নব রূপায়ণে
আশ্চর্য ব্যাপার এই নির্বোধের এমন স্বভাব
প্রতিবার ফাঁদে পড়ে নিজেদেরি বিশিষ্ট অঙ্গনে
ভিতরে সম্পূর্ণ ঝুনো বাহিরে সবুজ কচি ডাব
খাও যা ধরা পড়ো প্রচার সমাপ্ত প্রাণপণে ॥

ল্যাজ

দেখেছি আজব প্রাণী পুণ্যের দৌলতে!
কৃত্রিম ল্যাজের গর্বে বেহায়া পল্লীর
পদলেহী জন্তু দল চলে কোন মতে
ল্যাজের জৌলুষ করি সম্মুখে জাহির।
যাবতীয় অভাজন দেখি সে চটক
দন্ত বিকশিত করে কথা নাহি বলে
ল্যাজ-বাহী বোঝে না সে বিদ্রূপের টক
গুরু-ভার ল্যাজ টেনে চলে আস্তাবলে।

গোলামীর পুরস্কার সুদীর্ঘ লাঙুল
দীর্ঘ তার ইতিহাস পদলেহনের
অনেক নির্লজ্জ ডালি—ইচ্ছাকৃত ভুল
সুগম করেছে পথ দীর্ঘ ল্যাজের
সহজে মেলেনি ভাই ল্যাজের খেতাব
ব্যঙ্গ করে বৃথা যারা ফাজিল স্বভাব ॥

তথাকথিত

ঘোমটার অন্তরালে কাজ তার করিয়া হাসিল
যে রমণী স্মরণীয়া জনমনে নিত্য বরণীয়া
শাঁখা ও সিঁদুর-ধন্যা আদর্শের তুলেছে পাঁচিল
(বহু বল্লভের নয় নিতান্তই এককের প্রিয়া)
বিশিষ্টের মাঝে আমি দেখেছি যে রূপ বহুবার
সাহিত্যিক সাংবাদিক এবম্বিধ সতী (!) বিজ্ঞাপনে
সৃষ্টির প্রাচীন পেশা আদর্শের নামে দুর্নিবার
খোলসের অন্তরালে বাঁচায়ে রেখেছ সংগোপনে

এ প্রকার মহাজন দেখেছি আমরা দিন রাত
মুহূর্ত সময় লাগে ডিগবাজী খেতে যাহাদের
দেদার আদর্শ মাঝে ক্ষুণ্ন কভু হয় না বরাত
কমতি হয় না তাই রৌপ্য চক্র অথবা ভাতের
তথাকথিতের দল পরস্পর বিশিষ্ট স্যাঙাত
সহজে জোটায়ে ফেলে প্রভু আর উচ্ছিষ্ট পাতের।

কাক

নাচিয়ে ময়ূরপুচ্ছ কতকাল ঠকাবে হে কাক!
শৈশবে ঠকেছি বটে কিন্তু এই সাবালক কালে
অকাল বার্ধক্য প্রান্তে (অবরুদ্ধ সমাজ শেকলে)
ঘটে বুদ্ধি জমিয়াছে অবশ্যই দু এক ছটাক।
ক্রমাগত ঠকে ঠকে মাথায় পড়েছে প্রাজ্ঞ টাক
তোমাকে চিনেছি তাই বহু কষ্টে পড়িয়া বেতালে;
কওমের সর্ব ক্ষেত্রে ও ময়ূরপুচ্ছের আড়ালে
যদিও চলেছ তুমি পেটায়ে আপন জয়ঢাক

প্রকৃত স্বরূপ তুমি আড়ালে রাখিতে যতবার
করেছ অব্যর্থ চেষ্টা ব্যর্থতায় ততবারই জানি
নির্ভেজাল তব কান্তি খুলে গেছে সম্মুখে সবার
প্রতি অসতর্ক ক্ষণে বিপদের মুখে সাবধানী
স্বভাব যায় না মলে তাই তুমি এসেছ আবার
নিপুণ অদৃশ্য হাতে শিখীপুচ্ছ আবরণ টানি
দুর্বুদ্ধির দুর্গ হতে...

ট্রাডিশন

গাঁজা না টেনেও বহু ক্লান্ত রাত্রে ভ্যাগাবণ্ড হরু
দেখিয়াছে মার্কামারা সমাজের হিতৈষী পরম
গোরুর সন্ধানে ফেরে। পোষমানা পরকীয়া গরু
মুহূর্তে বাঁকায়ে শিঙ হয়ে পড়ে নিমেষে গরম।
অত্যাশ্চর্য রূপান্তর মানুষের সে পুণ্য গো-রূপ
বিধি বেহায়া কাণ্ড চর্ম চক্ষে দেখে নির্বিকার
অতি প্রশংসিতভাবে পড়ে আছে নীরব নিশ্চুপ
সুদীর্ঘ সুযোগ দিয়ে তস্করের সাফাই বিদ্যার।

দীর্ঘ যুগ যুগান্তরের এই রীতি এই ট্রাডিশন
কখনো হয় না এর কোনো রূপ ইতর বিশেষ
বিদ্রোহের কথা যদি কেহ কভু করে উচ্চারণ
সকলে থামিয়ে দেয় উচ্চকণ্ঠে বলি : গেল দেশ
মার্কমারা হিতৈষীরা এ সুযোগ করিয়া গ্রহণ
দল শুদ্ধ সুখে আছে, খাসা আছে বেশ ॥

সামাজিক

অনেক পুরুষ-বেশ্যা (ক্ষমা কোরো ব্যাকরণ ভুল)
সমাজের সেরা রত্ন স্ফীত বুকে চলে সগৌরবে,
যাদের বন্দনা গানে বহু দাস নেড়েছে লাঙুল,
যাদের রূপার স্তূপে চাপা আছে আইন নীরবে
যাদের সাক্ষাৎ মেলে সভাস্থলে বিশিষ্ট আসনে
ধর্মধ্বজী সমাজের যাবতীয় প্রত্যক্ষ ব্যাপারে
দুষ্টেরা তটস্থ থাকে যাহাদের শাণিত শাসনে
তাদিকে' নিশীথ কালে লুক্কায়িত কাশ্মীরী র‍্যাপারে

দেখিয়াছি আড্ডা দিতে বহুস্থানে সমগোত্রীয়ার
চিহ্নিত নরকালয়ে (তন্বী স্বপ্ন বাঁধা বাহুপাশে)
রাত্রি শেষে পায় তার পদনিম্নে সম্মানসম্ভার
নরকবাসিনী যাহা পায়নাকো আপ্রাণ প্রয়াসে
তার জন্য দুঃখ নাই, চাই না বীরের পরাজয়
(পুরুষ-বেশ্যার নামে সমাজের চোখে জল আসে) ॥

রিলিফ

পাশ ফিরে শুতে যেয়ে গত রাত্রে অমুক সাহেব
বুঝেছেন কোমরের অনির্বাণ বেদনা ঈষৎ
সদরে খরচাধিক্যে ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত জেব
সুতরাং প্রাতঃকালে মেজাজটা তাঁর বিষবৎ
হওয়াটা আশ্চর্য নয়: এদিকেও বিপদ প্রচুর
বন্যার্ত জীবের দল শত কণ্ঠে করে ফরিয়াদ
: ভেসে গেছে শিশু কার নাই খোঁজ গোরু ও জরুর
ছেদহীন আনন্দের মধ্যে এনে তিক্ত বিসম্বাদ।

বোঝে না পশুর দল সাহেবের স্বপ্ন ও খায়েশ
সকালটা মাটি করে দিল যত হা ঘরে বেল্লিক
আর্দালীকে হাঁক দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলেন 'মহেশ!
বলে দাও হুজুরের তবিয়ৎ আজ নাই ঠিক!'
অতঃপর শ্লথপদে কক্ষে তিনি আঁটিলেন খিল
দুঃস্থরা ধরিল পথ কিছু নয় সতেরো মাইল ॥

পাঁতি রাজা

রাজ্যপাট ডুবু ডুবু গদী ভেসে যায়
গোলামের আন্দোলনে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে
পাতিরাজা খেপে ওঠে দিশা নাহি পেয়ে
বনেদী রাত্রের স্বপ্ন নরকে গড়ায়।
'তু' শব্দে নড়িয়া লেজ যদিও জানায়
কৃতজ্ঞতা পারিষদ, তবু দেশ ছেয়ে
জনতার আন্দোলন খোলা পথ বেয়ে
হানা দেয় মহলের রুদ্ধ দরজায়।

পাঁতি রাজা রেগে বলে : ওঠাও সংগীন
গোলামের হাড় পিষে করে দাও বালু
রাজাদের দিন হবে সম্পূর্ণ রংগিন
(রস রক্ত শুষি নেবে নির্ভীক আঠালু)
কিন্তু সে আশায় বাধ সাধে বিত্তহীন
দুরাশা চড়াই পথ হয়ে পড়ে ঢালু ॥

মান্যবরেষু

টাকা শক্তি মান এই তিন স্বপ্নে হলো তিন মন
সুতরাং মান্যবর ব্যতিব্যস্ত তিনের সংঘাতে
পান না সময় খুঁজে; কাজ তিনি করেন কখন?
মস্তিষ্ক উত্তপ্ত থাকে সমভাবে রাত্রে ও প্রভাতে।
মোসাহেব দল নিত্য টেনে চলে ও তিনের ফিতা
ভাড়াটে দালাল এসে যোগ দেয় সকাল-সন্ধ্যায়
ইত্যাকার গণ্ডগোলে জনতার জনপ্রিয় মিতা
প্রত্যহই মিশে যান ব্যস্ততার স্ফীত দরিয়ায়।

জাহাজের খোঁজে তাঁর কেটে যায় নির্ধারিত কাল
আদার ব্যাপারী যারা মরে তারা কোথা কোন ফাঁকে
সে খবর রাখবার কই আর হয় সে কপাল।
অপিচ বিব্রত যিনি রস দিতে নিজের তামাকে
কি ভাবে করান তিনি ইতর জনারে ধূমপান
সে কথা বোঝে না হায় মূঢ়মতি জনতা অজ্ঞান ॥

সুন্দরবনের মামার প্রতি

হে মামা! থামাও প্যাঁচ, বিশ্রান্ত ভাগ্নে যে
তোমার কৌশল দেখে সতত বিস্মিত!
ছিলে যবে বীর্যবন্ত কাঁপায়েছ তেজে
বন, আজ নখদন্তহীন; তাই ভীত
সকলে। কেননা তাতে অন্য পথে গতি
হয়েছে তোমার মামা। জানি কোনমতে
পালানো সম্ভব নয়, নাই অব্যাহতি
তোমার অতীব সূক্ষ্ম বুদ্ধিজাল হতে।

প্রতিদিন আমাদের ভালো করিবার
চেষ্টায় করিছ যাহা, জানি মোরা সে তো
নিখিল আত্মীয়কুল করিতে সাবাড়,
বলবীর্যহীন হয়ে রোগগ্রস্ত বেতো
নতুন চাতুর্য নিত্য করো আবিষ্কার।
তুমি না করিলে দয়া বাঁচিব তবে তো॥

কাঠ

সুপুষ্ট মুর্গার রানে একচেটে অধিকার হেতু
নধর মসৃণ তনু চিকনার বিপুল সম্ভারে,
তালাক ও নেকাহের পরিচিতি সুপ্রাচীন সেতু
ভাঙে গড়ে তোমাদের পরিমিত বাক্য ব্যবহারে;
উর্দু জবানের খোপে বোম্বাই বিহারী হাজীদল!
সামাজিক দুর্বলতা জানা আছে কোথায় কতটা,
জানো কোন্ কুম্ভীরাশ্রু সমাজকে করেছে বিকল
ওয়াজ ম'ফিলে তাই ঘন ঘন শ্রাবণের ঘটা।

সমাপ্তি অবশ্য রানে। কেতাবের যে মুখস্থ বুলি
কণ্ঠস্থ, অবশ্য তার অর্থাগমে নাই প্রয়োজন,
বাহিরে আসে না অর্থ, যতই কর না ঝোলাঝুলি
ইচ্ছামত বদলায় যেথা সেথা কেতাবী ভাষণ;
স্বগোত্রের বৃদ্ধি হলে মনে জাগে স্বতঃই অসূয়া
কেননা রয়েছে শংকা : পাছে কমে মুর্গীর সুরুয়া ॥

অ-কাঠ

তোমার স্মরণ নিই হে গদ্দীনশীন
পীরজাদা! নিতান্তই প্রাণের খাতিরে
আমরা জ্বেলেছি দুহুঁ ধর্মের বাতিরে
ব্যবসা সুবাদে তারে করেছি রংগিন।
তোমারি মতন আমি মেনে চলি দ্বীন
বিশেষ চাকতি হেতু; জানি তারপর
কাঁচা বাড়ি হয়ে যায় তে-মহলা ঘর,
না-খোশ মেজাজ হয় অতীব মসৃণ।

তোমার দেখানো রাহে পীরজাদা আমি
হালাল রুজীর পথ করি অন্বেষণ
বিনা মেহনতে মোর ফলপ্রসূ বন
(বাপের মুরীদ) নিত্য দেয় যে সেলামী
তাতেই আমার ভাগ্যে ঘটে অঘটন
বেড়ে ওঠে রৌপ্য স্তূপ গৃহে দিবাযামী ॥

ক্রিয়া

কালাবাজারের মেঘ বহুবর্ণে অতি জমকালো
(কারু সর্বনাশ হলে অবশ্যই কারু পৌষ মাস
তাই দেখি বিপদের বেড়াজালে ঢাকা এ আকাশ
আমাদের ক' বন্ধুর ভাগ্যে হলো আতিশয় আলো)।
দুর্ভিক্ষের ইতিকথা (লোকে বলে : ক্লেদাচ্ছন্ন কালো
মোরা দেখি বিপরীত প্রতিদিন ব্যবসা ফলাও
চোরাবাজারের মাঠে রামাশ্যামা মেরে যায় দাঁও
আমাদেরও তহবিল সাথে সাথে হয়েছে জোরালো)।

মানুষ মরেছে বহু, অমন তো হামেশাই হয়—
যেখানে উজ্জ্বল বাতি সেখানেই অমাবস্যা রাত
ন্যায়শাস্ত্র ঘেঁটে আর মনে কোন রেখো না সংশয়
চোরের নাইকো ভয় পথে যদি না পড়ে ডাকাত
লোকলজ্জা, পরনিন্দা ওই সব স্রেফ ভুয়ো বাত
মোদের গণ্ডার চর্মে জেনো কভু বিঁধিবার নয়॥

বলদ

সম্বল করিয়া লোটা যেদিন হয়েছে গঙ্গা পার
সেদিন জাগেনি সাড়া একটুও এ বাংলা মুলুকে,
তারপর ক্রমে দেখি শিকড় গেড়েছ সব বুকে।
স্মরণ নিতেই হয়। নতুবা প্রশ্রয় নগ্নতার।
তোমার কৌপিনে ছিল এতখানি বুদ্ধি ও বিচার
আগে তা বুঝিনি মোটে, ভাবিয়াছি বলদ শামিল।
নিজগুণে তুমি সাধু জুড়িয়া বসেছ সারা বিল
বাধ্য হয়ে আমাকেই খুঁজে নিতে হয় অন্য দ্বার।

নাক ঢোকানোর বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া অবশেষে
আজিকে সফলকাম। প্রশংসা-মুখর মাঠ, নদ
(ফাটকা বাজার থেকে খ্যাতিহীন নিভৃত প্রদেশে
সমানে করেছ ঠাঁই স্থূলোদর, সঞ্চারী পর্বত)
গালে হাত দিয়ে তাই ভাবিতেছি বিবস্ত্রের দেশে
তোমাকে বলদ বলে যে নির্বোধ সেই তো বলদ ॥

থাবা

চারদিক হতে পড়ে ক্রমাগত (নৈর্ব্যক্তিক) থাবা,
সঠিক বোঝার আগে দ্রুত পদে টানে সে আড়াল।
কোন্ শ্বেতদ্বীপ কিংবা অরণ্যকুন্তলা শ্যাম জাভা
পাঠায়েছে এই থাবা (আসে নাই বুঝিবার কাল)।
মহাত্মার দেশোয়ালী কোন ভাইয়া কিংবা পেশোয়ারী
নিতান্ত করিয়া দয়া পাঠায়েছে দুর্ভাগ্য হঠাৎ
সুসম্পূর্ণ থাবা হতে ভগ্ন অংশ দুই এক ভরি!
যা হোক নিমেষ মাঝে আমরা সমূলে কুপোকাত।

আবার তলায়ে দেখি এ থাবার উত্তরাধিকারে
মোরাও বঞ্চিত নই, লভিয়াছি কিঞ্চিৎ যোগ্যতা,
আদালত ঘর হতে এ্যাসেম্বলীর দুরূহ বাজারে

সুবর্ণ সুযোগ খুঁজি ছড়ায়েছি থাবার বারতা;
সার্থক পুকুর চুরি হুঁশিয়ারি দিনে কিংবা রাতে
কখনো সম্মুখ হতে কখনো বা সেরেফ পশ্চাতে ॥

হিরো

জানি না তো ক' গ্যালন অশ্রু গ্যাস মজুত তোমার—
প্রয়োজন মত সাধু যেথা সেথা কর সুপ্রয়োগ—
(প্রতিবার হঠে যাই দেখে শুধু ও মোক্ষম মার—)
কেমনে জিতিয়া যাও, প্রতি বক্ষে তুলিয়া দুর্যোগ
(যেথা সভাস্থলে মূঢ় বুদ্ধিহীন নির্বোধ জনতা
কিছুতে টলে না আর তখন হে সাধুশ্রেষ্ঠ তুমি
নারীর বিশেষ অস্ত্রে ভিজাইয়া কহ সেই কথা
অমনি শ্যামল হয় জনতার মন-মরুভূমি।

নিমেষেই ধরে ফল, যে মুহূর্তে দাও তারে নাড়া
টুপটাপ ঝরে পড়ে। সংগোপনে পকেটে তা রাখি
হাসিল করিয়া কাজ সরে পড়ো। কাঁপে শিরদাঁড়া
অসীম বিস্ময়ভরে। মনঃকষ্ট মানসেই ঢাকি
এদিকে ওদিকে আমি করি গুঁড়ো লঙ্কার সন্ধান
তখন তোমার গোলা পরিপূর্ণ হে সাধুপ্রধান) ॥

জমিওয়ালা

বাইজী অঞ্চল তলে আরক্ত গোলাবী দ্বিপ্রহরে
(রাত্রি তো অবর্ণনীয় বোতলের চক্রান্তে বেহুঁশ)
ভেবেছি পৈতৃক পেশা চরিতার্থ কেবল শহরে
যদিও গোমস্তা আদি মেরে যায় সর্ববিধ ঘুষ।
(প্রজাপুঞ্জ পদানত, চাকরাণী নৈকট্যে মধুর
তবুও ভেবেছি আমি স্বপ্ন-স্বর্গ কেবল শহরে
ষাঁড়ের ভূমিকা জানি অভিনয় করিবে বাছুর
মন্বন্তর সে সুযোগ আনিয়া দিয়াছে ঘরে ঘরে।)

বিদেশী প্রভুর দানে শহরের আভিজাত্য নিয়া
গ্রামে পচে মরা পাপ (যদিও রয়েছে মেষপাল,
তাদের সঞ্চিত রক্ত পাওয়া যায় লিভার চষিয়া
দোহন, শোষণ আদি হয় তাও কিছু বে-সামাল।
কেননা মোদের তবে সর্বদাই ন্যায্য সে সেলামী
হোক তা হালালী কিম্বা হই মোরা আদর্শ হারামী।)

কুলি-চালক

কুলি মজুরের গন্ধে বমি আসে, নেপথ্যে তাইতো
কওমের খেদমত করি বসে আরামচেয়ারে
রৌদ্র ও বৃষ্টির ভয়ে নহি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে ভীত
আবাল্য মানুষ আমি বৈদেশিক তম্বীর কেয়ারে।
সতত অভ্যস্ত আমি নাছারার বিদেশী থানায়
লাল পানি ইত্যাদিও নহে মোর অবৈধ পানীয়
(মোরে পার্টি দিতে হলে কওমের কোন জানাজায়
এসব অপরিহার্য সংগোপনে হে বন্ধু জানিও।)

আমার দারাজ দস্ত সর্ববিধ ঘুষের ব্যাপারে
এ কথা ভাবিয়া পূর্বে কার্যোদ্দেশ্যে এস মোর কাছে,
নেতৃত্ব চালাতে হলে মনে রেখ এই কথাটারে
কোন পাপ পাপ নয় সবই ভালো যাতে ট্যাক বাঁচে
যেমন শিকার করে অক্টোপাস আট বাহুপাশে
সমাজ শুষিয়া নাও সে প্রকার দুরূহ প্রয়াসে ॥

বুলিওয়ালা

তুমি তো জেগেছ রাত ঢেউ তুলে চা'র পেয়ালায়
আউড়িয়ে বহু তত্ত্ব মোয়া—সুর্দুগম পুঁথি হতে;
আমরাও ভেসে গেছি সেই তোড়ে বিপ্লবের স্রোতে
দেখিনি অজ্ঞাতে কার মুখ ভেসে ওঠে জানালায়;
দেখিনি ঘরের সাথী মরে কোন বিভ্রান্ত ক্ষুধায়;
কেননা তাতে যে ক্ষতি বিশেষত ওস্তাদীর বেলা
(পণ্ডিত সমাজে বসি হতে হয় নিঃসঙ্গ একেলা)
বুলি আওড়ানো স্বপ্ন মেশে পরিহাস সাহারায়।

তাই ইচ্ছা থাকলেও তোমাদের দল ছেড়ে দূরে
আমাকে কাটাতে হলো পুঁথি গণনার সদাচারে—
আমার ক্লীবত্ব হেতু বাঁশী যদি বাজেও বে-সুরে
বিপ্লবের থালা পূর্ণ ক'রে যাব ষোল উপচারে
এ কারণে বন্ধুবর্গ বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরি
হয়েছি বুলির কুলি, ঝাঁকা ঝাঁকা বুলি বয়ে মরি ॥

প্যাঁচ

দু নৌকায় ভর করি, লোকে বলে আমরা বাদুড়
অথচ নির্বোধ তারা জানে না তো কেন বেমালুম
মিথ্যা আদর্শের তরে চোখ হতে মুছে ফেলে ঘুম
আধপেটা খেয়ে খেয়ে ক্রমে হয় অতিথি মৃত্যুর।
ছুঁচোর কীর্তন শোনে শূন্য ঘরে বিমর্ষ ইঁদুর;
(চালশূন্য হাঁড়ি আর চালাশূন্য আদর্শের ঘর)
আমরা তখন সবে মহানন্দে মজাই শহর—
প্রতিদিন ফেঁপে ওঠে ভাড়ায়ে রাজ্যের মতিচূর।

আমিও সে দলভুক্ত (এ কথাটা নেপথ্যে জানাই)
কেননা রাজ্যের ছোঁড়া আদর্শের নামে আজো মরে
নাকানিচুবানি দেয় আমাদের পথে ও প্রান্তরে,
যেহেতু আমরা নাকি সর্বদাই ঈমান ভাঙাই
সকল সুবিধা মাঝে এইটুকুই অসুবিধা ভাই—
সতত চকিত থাকি গলায় গামছা বুঝি পড়ে ॥

ভেক

যখন মেলে না কল্কে, তখনি তো, কেবল তখনি
বাধ্য হয়ে ধার করি, বাধ্য হয়ে ভেক বদলাই
নতুবা চরিত্র মোর বজ্রদৃঢ়, কোন খুঁত নাই।
অনর্থক তোলো সবে গন্ডগোল, শব্দের অশনি
আমার কি ক্ষতি তাতে নিজেরাই শোনো প্রতিধ্বনি
অকারণে ক্ষয় করো নিজেদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ,
ভেক বদলায়ে আমি সে মুহূর্তে সম্পূর্ণ রংগিন
লভিয়া নতুন কল্কে এ জীবন ধন্য বলে গনি।

প্রাকৃতিক এ নিয়মে গণ্ডগোল করার কী আর
আছে প্রয়োজন? শোনো, বৈজ্ঞানিক তথ্য যে সাবেক
শিশু ক্রমে বৃদ্ধ হয় বদলায়ে পুরাতন ভেক,
এ ছাড়া পূর্ণতা পথে অন্য কিছু নাহিকো বাধার—
তুমিও পূর্ণতা পাবে এই পন্থা ধরিলে বারেক;
অন্যথায় কীট হবে চিরদিন গোলকধাঁধার ॥

অনুকারক

দুদিনের সাধু হয়ে ভাতকে কহিছ পরসাদ,
নতুন লালের মোহে ঢাকা দিয়ে শাদা বা সবুজ,
না-বালক চিরদিন রয়ে গেলে সমান অবুঝ
কিছু না বোঝার আগে তেড়ে এসে করো বিসম্বাদ।
ভাবো কেহ বুঝিল না। চিরদিন তোমার সংবাদ
সকল দিগন্তপারে ছড়ায়েছে চিন্তার কাঙাল,
কখনো চর্কার সূত্র, কখনো বা ধরো ঝাণ্ডা লাল
তোমার চঞ্চল মূর্তি দেখে মনে হরিষে বিষাদ।

কভু ধর্ম-অনুসারী, কভু তারে বলো অহিফেন
শুধু অনুকরণের তীব্র শব্দ-মুখর ফ্যাশানে,
সমুদ্র-গভীর শক্তি ও জীবনে এল না সফেন—
ক্রমাগত শুনে যাও নিত্য নব ভাগাড়ের টান;
তবুও পছন্দ করি অনুকারী বালকপ্রধান
যেভাবে করিবে শেষ রাজনীতিক্ষেত্রে লেনদেন ॥

নপুংসক

তোমার বীরত্ব জানি, তাই বলি: দাও ধামা চাপা!
ও অদ্ভুত বীরপনা আড়ালেই করিও জাহির।
অজ দৃষ্টি দিয়ে কভু পৃথিবীকে যায় নাকো মাপা
রাসভ-নিন্দিত কণ্ঠে বজ্র রব হয় না বাহির।
সিনেমার উত্তেজনা, ফুটবল মাঠে উদ্দীপনা
বুটের আঘাতে ভাঙে খেলোয়াড় কিংবা সার্জেন্টের
তোমার শক্তিকে তাই ভাবিও না বলিষ্ঠ সাধনা
ঐ শক্তি নিয়ে তুমি বড়াই কোরো না জেহাদের।

যদিও পুরুষাকৃতি মনে রেখো তুমি নপুংসক
পুরুষের দল মাঝে তোমার নাইকো অধিকার।
মনিবের পদনিম্নে শ্যেন-শক্তি পায় না চটক,
রমণী-অঞ্চলতলে বড় জোর পড়ে বীর্য তার ;
অতএব ফিরে যাও গুণপনা না করি জাহির
আলোক হয় না সহ্য আঁধারের ইতর প্রাণীর ॥

হাইব্রিড

সভাস্থল উজ্জ্বলিয়া বসেছ নির্লজ্জ শয়তান
ইবলিসের বরপুত্র, দোআঁশলা চঞ্চল বানর!
তোমার চাপল্য দেখে লজ্জা পায় বন্য হনুমান
কেননা প্রকৃতি তব বানরের আকৃতিতে নর।
অনুকরণের আর্ট কথায়, পোশাকে দীপ্তিমান,
পণ্য রমণীর বুদ্ধি : রঞ্জনের অহেতু ভঙ্গিমা
শস্তা মোড়কের মতো তুলেছে কৃত্রিম ব্যবধান,
দরিদ্র জামাত হতে বহুদূরে টানিয়াছ সীমা।

ভেবেছ সাধনা করি দীর্ঘকাল অনুকরণের
শ্বেত অনুগ্রহে তুমি শ্বেতদ্বীপে হবে সিটিজেন
তোমার পাৎলুন ঢিলা, নেকটাইয়ের অনিপুণ ঘের
ফাঁকি দেবে প্রভু-দৃষ্টি, মেডিটেরিনিয়ানের ফেন;
কিন্তু সেই গুড়ে বালি মনে রেখো শক্তিহীন কীট
তুমি যে হাইব্রিড তুমি চিরদিনই রবে সে হাইব্রিড ॥

নিলাম

হাওড়া ব্রিজের কাছে প্রাতঃকালে স্পষ্ট দেখিলাম
বহু অশ্ব ব্যবসায়ী সংগৃহীত শস্তা তুরঙ্গম
পাড়ি দিয়ে বহু পথ জমায়েছে এ সাধু সংগম
পূর্বোক্ত পুলের কাছে বসায়েছে জরুরি নিলাম।
অভিযোগ ছিল কিছু কিন্তু মুখে ছিল যে লাগাম
তারি ক্রমবিবর্ধিত চাপে পড়ে বিকৃত বদন
কথার বদলে শুধু ম্লান রক্ত করিল বমন
জরুরি তাগিদে তবু অফিসের পথ ধরিলাম।

'অস্তে গেলা দিনমণি আইলা গোধূলি' রাজপথে
আমাদেরও ছুটি হলো, চোখে ভাসে হরিদ্রা বর্ণের
উজ্জ্বল শীতের ফুল— তবু পথ চলি কোন মতে
নিলামের ফলাফল দেখে নিতে হাওড়া ব্রিজের
সম্মুখে আসিয়া দেখি ভিড় সেথা নাই কিছু আর
শুধু পড়ে আছে পথে কতিপয় অকমর্ণ্য হাড়॥

বস্ত্র বর্জন

বস্ত্রাভ্যাস ত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ কাজ ভেবে দেখলাম।
এদিকে মহাত্মা এক চর্কাতেই পান যে কৌপিন,
বহু দেশোয়ালি ভাই নগ্ন মনে লাগায় টার্পিন,
চোরাবাজারের লাভ, অত্যধিক আনন্দ আরাম
করেছ আয়েশি পঙ্গু, মন্বন্তরে তাই তো নিষ্কাম;
বস্ত্রের দুর্ভিক্ষে কারু চোখে ভাসে সর্ষপ অথই
চৌরঙ্গীর মিস রিনা লীলাচ্ছলে ন্যাংটো সম্পূর্ণই
বক্ষ উরু পায় তার আর্টিসটিক বিবসনা নাম।

কিন্তু বিবসনা হতে রাজি নয়—এমন অনেক
(আলোকপ্রাপ্তও নয়—তাই তো এ বুদ্ধির বিকার—)
কণ্ঠে দড়ি দিয়া ঝোলে যেন সবে পুতুল সিকার
দুর্ভিক্ষে মরেনি যারা তাহাদেরে মারিছে বিবেক
ভাবিয়া পাই না কিছু অজ্ঞানের কেন এ বিকার
সমাধান হয় যার বস্ত্র ত্যাগ করিলে বারেক ॥

পাক জনাবেষু

তবে কি রোজার দিনে বিড়ি আমি টেনেছি আড়ালে,
ইফতার করেছি আমি অতঃপর প্রশান্ত বদনে,
নির্ঘাত চাকুরি হেতু প্রবেশিয়া ধর্মের অঙ্গনে;
সাচ্চা ও ঝুটার পটকা ছুঁড়েছি কি জাতির কপালে?
ভণ্ড ফাজিলের ল্যাজ ধরিয়া উঠিত 'আগডালে'
সমর্থন করেছি কি চুরিবিদ্যা সংস্কৃতির বনে?
চোরা ব্যাপারীর স্বপ্ন মিশেছে কি আমার স্বপনে?
আমি যে কেঁদোর বাচ্চা একথা ভুলেছি কোন্ কালে?

ছহী সোনাভানে মোর জ্ঞান কি কারুর চেয়ে কম?
ইসলাম ফলাই আমি ব-কলমে অর্থ নাহি বুঝে?
কোরানের ভাষ্য বলে 'কমুনিস্ট ছোকরা গরম
প্রাচীন পাঁজিতে আছে সর্ব বিদ্যা দেখে না সে খুঁজে।
না হয় জানি না আমি তার জন্য নাইকো শরম
মেজাজ দেখাবো আমি ক্রমাগত সর্বঘটে যুঝে ॥

রাজতন্ত্র

নির্বোধ বালকদলে কথঞ্চিৎ সুবুদ্ধি ঢোকাতে
সদাশয় রাজতন্ত্র দায় ঠেকে কিঞ্চিৎ নাচার
সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত সৈন্যদের সংগিন জোগাতে
সম্মুখে অবলা পেলে করিয়া সবল অত্যাচার।
এ চিরাচরিত প্রথা! প্রজা আর পশুদের মাঝে
কোন দিনই ছিল নাকো সীমারেখা অশ্রু ভব্যতার
অতএব গাঁট্টা মেরে অহর্নিশি কাজে ও অকাজে
বিচারের নামে নিত্য চলেছে কিঞ্চিৎ অবিচার।

কখনো করেনি প্রজা তারস্বরে কোন প্রতিবাদ
সব কথা শুনেছে সে পোষ-মানা পশুদের মতো
কালের কুটিল চক্রে ঘনালো এ তিক্ত বিসম্বাদ
প্রজার নির্বোধ পুত্র ফণা তোলে সংগিন আহত
অক্ষুণ্ন রাখিতে তন্ত্র অগত্যা এ সংগত আঘাত
সুবুদ্ধি হলেই জানি হবে শিশু বিপ্লব-বিরত ॥

কিঞ্চিৎ

ধরা না পড়ার বিদ্যা আয়ত্ত করেছ এতকাল,
ধরা পড়লেও যাতে পথ খুঁজে পাও তার তরে
করে যাও আয়োজন ওরে মন ভিতরে ভিতরে
কিঞ্চিতের মহিমায় মুগ্ধ যেন হয় মহাকাল।
শূন্যোদর পকেটের যে কিঞ্চিৎ ফেরায় কপাল
লাল বাতি জ্বলে ওঠে যার ফলে নিত্য বহু ঘরে
তাহারি ভগ্নাংশ তুমি ছেড়ে দিও নিশ্চিন্ত অন্তরে
বে-চাল হোয়ো না দর কষাকষি করিলে বাচাল।

কারণ কুড়িয়ে তিল করে জ্ঞানী পূর্ণ এক বেল
'কিঞ্চিৎ' বৃহৎ হয় যার আছে কুড়ানোর হাত
অনায়াসে ঘুমাবে সে নাকে দিয়ে সরিষার তেল
শহরের সমতুল্য হবে তার সুদূর দেহাত
বুঝিয়ে এসব কথা জামানার হে পোক্ত ফাজেল
কিঞ্চিৎ খরচ করি শুভক্ষণে ফেরাও বরাত ॥

যাত্রাদলের সৈনিক

যাঁদের দুর্দম গতি পারেনি রুধিতে বালুকণা
লক্ষ নির্যাতন যার প্রতিবন্ধ হতে পারে নাই
মরুচারী মুমীনের সে-ঈমানে করেছি বড়াই,
বক্তৃতায় বলেছি তা; শুনেছিও কভু অন্যমনা।
কারণ আমরা ব্যস্ত আছি নিয়ে কর্ম-উন্মাদনা,
সর্বদা হুংকার করি, কখনো টেবিল চাপড়াই
উত্তেজনা নিয়ে ফিরি যেন তপ্ত ফুটন্ত কড়াই
জেহাদে না নেমে বুঝি কিছুতেই আর ছাড়ব না।

কেননা মোদের রক্তে আছে শৌর্য পূর্বপুরুষের
জেহাদের মাঠে যাঁরা পড়েছেন নির্ভীক জামাত
শুধু অসুবিধা এই ঘুমে যদি হয়ে পড়ি কাত
টেবিলের উত্তেজনা তারপর থাকে নাকো আর,
পরদিন চেষ্টা করে সাজি ফের সৈনিক যাত্রার;
অনুভব করি নাকো এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ বানরের ॥

জনৈক ছিদ্রান্বেষীকে

যাবতীয় ছিদ্র তুমি বোঝায়েছ নির্মম গাঁট্টায়,
এবার নিজের ছিদ্র অন্বেষণে লেগে যাও যদি
তাহলে বাঁচিতে পারি (যদি পড়ো নির্লজ্জ ঠাট্টায়)
তোমার অসংখ্য ছিদ্র যদি পৌঁছে ঝাঁঝর অবধি
অবশ্য তখন তুমি একথাটা পারিবে বুঝিতে
যাহাদের দোষ দেখে নিশ্চিন্তে কাটালে এতকাল
তুলনায় তাহাদের ছিদ্র কম, মনের পুঁজিতে
ইজ্জতের দরিয়ায় পানি পায় তাহাদের হাল।

নিজেকে নিশ্ছিদ্র ভেবে এ যাবৎ করেছ যে ভুল
যার জন্য অপরের প্রাণ আজ হলো ওষ্ঠাগত
অথচ তোমার চিত্ত পুলকিত নাচায় লাঙুল
অহংকারে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ হয় পক্ক কদলীর মতো
সে ভুল ভাঙিতে নিজ ছিদ্র পানে তাকাও অবুঝ
দেখিবে সেখানে আর স্বাস্থ্য নাই আছে শুধু পুঁজ ॥

মুরব্বী

আমরা উৎসাহ দেব, হে সত্যের সৈনিক বাহিনী!
ত্যাগ ও সংগ্রাম ক্ষেত্রে অগ্রসর হও দীপ্ত পদে
যেখানে মৃত্যুর হাতে আমাদের সৌভাগ্য বন্দিনী
অভিযান করো সেই জুলমাতের কোকাফ পর্বতে।
আমাদের আওলাদ মূর্খ, তাই ডেপুটিগিরির
করুক নির্বোধ চেষ্টা, তোমরা সম্মুখ পথে চলো
ফিরিলে সংগ্রাম শেষে দিও সবে দোকান বিড়ির
(সিগার-অভ্যস্ত আমি বিড়ি গর্বে আঁখি ছলোছলো)

ডেপুটি জামাই মোর নৃত্য-পটিয়সী কন্যা বেবী
তোমাদের কথা বলে কোন কোন মজলিশে সন্ধ্যার
অবসর মতো কোরো তাদের বৈঠকে মোসাহেবী
হয়তো খুলিতে পারে তোমাদের সৌভাগ্যের দ্বার।
(মাথায় কাঁঠাল ভেঙে) তোমাদের পদতলে সেবি
নয়া এ্যাকাউন্ট আমি সেরা ব্যাংকে খুলিব আবার ॥

প্রকাশক

কুপ্রবৃত্তি অভিমুখে আমাদের শ্রান্তিহীন গতি।
প্রধানত এই কার্য গোয়েন্দা ও যৌনকাহিনীতে
সীমাবদ্ধ এ যাবৎ। মোটা অংশ আছে টাকা প্রতি
নির্ধারিত দায়ভাগ। কিন্তু জেনো পড়িলে ঘানিতে
গোরুর বাপান্ত কথা লেখকেরও সেই এক দশা—
সর্বস্বত্ব হারায়েও প্রাণ শেষ সে ঘানি টানিতে।
হাজার লেখক মেরে এই এক কলাও ব্যবসা
ঘোরাতে পারিলে হাল ঠাঁই পাবে অবশ্য পানিতে।

গন্ডমূর্খ হোক না সে হেলায় মার্জিত বিদগ্ধের
নাকে দড়ি দিতে পারে একবার ধরিলে মুঠিতে
বৈদগ্ধ্য প্রতিভা আদি লুপ্ত হবে প্রাসাদ তাসের
সন্ন্যাসের কাছাকাছি নিয়ে যাবে বৎসর ঘুরিতে;
(ব্যবসা খাতিরে শুধু মুখোশের এরকম ফের
সাফল্য চুরিতে আর কখনো বা সাফল্য ছুরিতে)॥

সম্পাদক

বৈশাখ বজ্রের মতো মোর কণ্ঠে মানুষের দাবী;
মানবতা প্রভৃতির একমাত্র আমি কারবারী
বিশেষ অবৈধ সূত্রে হাতে এল সুবর্ণের চাবি
গণতন্ত্র ব্যবসায়ে মেজাজ তুরীয় দরবারী।
গর্ভ-নিরোধের কিছু বিজ্ঞাপন করিয়া সম্বল
মানবকল্যাণে দিই রাজনীতি দরিয়ায় পাড়ি,
জনসেবা ব্রত মোর (ঢাকুক না বটিকা কৌশল
অজ্ঞাত শিশুর মুখ অচিরাৎ আসিবে কান্ডারী)।

বিজ্ঞানসম্মত এই শিশুরোধ,—বর্বর যুগের
শিশু হত্যা নয় জেনো, এ কেবল জন্মনিয়ন্ত্রণ।
সর্বদা সজাগ আমি অধিকার নিয়ে মানুষের—
(মোটর চলে না যদি কিছু নাহি ঘটে অঘটন)
তাই তো সতর্ক করি নিয়ো না আকৃতি ফানুসের—
জন্ম-নিয়ন্ত্রণ নয় সভ্যতার অকাল মরণ ॥

যেহেতু সহজ পথে

যেহেতু সহজ পথে চলাটা সহজ
সেহেতু সহজ পথ নিতান্ত মামুলি
(কৌলিন্য থাকে না ওতে), তাই তুমি রোজ
বাঁকানো পথের মধ্যে করো ঝোলাঝুলি।
হয়তো তাকাবে কেউ এই ভরসায়—
জীবন কাটায়ে দাও কঠিন প্রয়াসে
অথচ বিশেষ দিনে বাঁকা দরজায়
হুড়কো আবদ্ধ হয়ে ক্রুর পরিহাসে।

সহজ ভদ্রতা সোজা, তাই তো তোমার
অবজ্ঞা বাঁকানো মুখ, অথচ এ জানি
খোলসের অন্তরালে শুধু দীনতার
পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছায়া দেয় হাতছানি।
কঠিন সে রূপ ঢাকা।—তাই তুমি রোজ
বাঁকা পথ ধরো ছেড়ে যে পথ সহজ ॥

চোর, জুয়াচোর এবং পকেটমারের দৌরাত্ম্যে
(কম্পার্টমেন্টাল উপদেশ)

সাবধান থেক বন্ধু, কেননা সর্বদা হুঁশিয়ার
উপরোক্ত কুলীনেরা কাছেই করেন ঘোরাঘুরি,
সুযোগ সুবিধা মতো যথাস্থানে চালাইয়া ছুরি
সর্বদা রাখেন চাল ক্যাপিটালহীন কারবার।
বিশিষ্ট প্রগতিপন্থী এ সকল সাধু মহাত্মার
নৈর্বক্তিক আয়োজনে সৃজিত এ শাসালো চাকুরি
সামান্য ব্লেডেই চলে, লাগে নাকো শাবল হাতুড়ি,
প্রয়োনমতো শুধু সিঁদকাঠি হয় দরকার।

অবশ্য দুনিয়াজোড়া সব লোকই কিছু দুষ্ট নয়
(যেমন আমার কথা), মাঝে মাঝে ভালো পাওয়া যায়;
যাঁহারা প্রকৃত সাধু, ভেজাল-বর্জিত সদাশয়—
দামী আতরের মতো তাঁহাদের সুনাম ছড়ায়।
আমার যে ব্লেড আছে তা দেখে কোরো না তুমি ভয়—
শ্মশ্রু মুণ্ডনার্থে শুধু রাখিয়াছি এ ট্যাক-প্রচ্ছায় ॥

পাণ্ডিত্যাভিমানী কবির প্রতি

পাণ্ডিত্যের খোঁটা পুঁতে ভেবেছিলেন কায়েমী আসন
রেখে গেলে কবিতার রঙ্গমঞ্চে। মাথা করি হেঁট
আমরা ও-ক্ষেত্রে যারা নিতান্তই প্রোলিটারিয়েট
নীরবে নিলাম সয়ে তোমার ও পন্ডিতী তর্জন।
ধোঁয়া কেটে গেলে দেখি নাই আর বিষম গর্জন
ওপড়ানো খোঁটা লোটে একপাশে হাসির টার্গেট
সিংহাসন অবলুপ্ত শূন্যোদর তোমার পকেট
প্রেরণা দেয় না আর; পড়ে থাকি হতাশ্বাস মন।

কোথায় তোমার ফাঁক কিংবা ফাঁকি বোঝার আগেই
কেটে পড়ো হন্তদন্ত (মোরা মানি বিষম বিস্ময়)
নতুন দিগন্ত পানে অনুরাগে অথবা রাগেই
বোঁচকা গুটায়ে (আহা, আমাদের মনে তবু ভয়)
হঠাৎ ধরিয়া ফেলি তোমার পাণ্ডিত্যে যাহা নেই
সে কেবল অবজ্ঞাত মানুষের অখ্যাত হৃদয়॥

অতি আধুনিক কবিকে

সুরের প্রাচীন সংজ্ঞা ভুলে গেছ হে 'আড়ষ্ট কাক!'
আঙ্গিকের ফাঁকি গুঁজে নিতে চাও কৃত্রিম বাহবা
(সমালোচনার ছলে পেটায়ে স্বকীয় জয়ঢাক)
কিন্তু সব ফেঁসে যায় যে মুহূর্তে কোন খাঁটি ধোবা
নতুন বৎসর প্রান্তে সুকঠিন পাটে আছড়িয়ে
তোমাকে পরখ করে সে মুহূর্তে খসে পড়ে ল্যাজ
সমালোচনার শেষে চোখ মুখ হাত ঠুকরিয়ে
কোন রূপে রক্ষা করো ধার করা ল্যাজ কিংবা ব্যাজ।

স্বগোত্রের পরিচয় টক, মিঠে, নোনতা কিছুটা
সাড়ে সাঁইত্রিশ ভাজা সাত ঘাটে গল্লাধাক্কা খেয়ে
জীবনের অভিজ্ঞতা হয় কিছু সাচ্চা আর ঝুটা
শ্মশানে কাটাও রাত কাব্যকুঞ্জে ঠাঁই নাহি পেয়ে ।
এ সব হত না যদি মানবতা বুকের তলায়
কিছুটা আসন পেত; করিতা ফুটিত সাহারায় ॥

ফাঁদ

ঘুঘু দেখবার আগে এ জীবনে এতগুলো ফাঁদ
ক্রমশ দেখতে হলো যার ফলে ঘুঘুর কথাটা
অবলীলাক্রমে চাপা পড়ে গেল কোন পায়ে হাঁটা
সংকীর্ণ পথের ধারে। অতঃপর দেখেছি আবাদ;
শহরে, জনতারণ্যে —ঘুঘু নয়, শুধু তার ফাঁদ,
মধ্যে মধ্যে শুনি তবু ক্ষীণ কণ্ঠে অহেতু বচসা
তোলে তীব্র প্রতিবাদ : কেন এই ঘুঘুর ব্যবসা
নির্বিঘ্নে সমাধা হয় উক্ত জীব পেলে নির্বিবাদ!

কিভাবে ও স্বল্পমূল্যে প্রতিদিন ঘুঘু ধরা যায়—
কি উপায়ে সফলতা এ কথাটা ফাঁদ ভাল জানে।
তাই আমি দেখিয়াছি প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায়—
দলে দলে ঘুঘু আসে ফাঁদের সে নৈর্ব্যক্তিক টানে;
ঘুঘুর করুণ মৃত্যু প্রত্যহ ছড়ায় সবখানে
ফাঁদের প্রগতি ক্রমে উন্নতির সীমানা ছাড়ায়॥

অরসিকেষু

প্রচুর প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছি বোঝাতে কবিতা
কিছুতে বোঝোনি, তাই অগত্যা জোগাড় করি গদা
তোমার ধাতব মর্মে স্থূলধর্মী গণ্ডারের মিতা
আপাত পৌঁছানো গেল (আশা করি পাব সফলতা)।
একান্ত বাস্তবধর্মী যে পৃথিবী নিবাস তোমার
যেখানে বাণিজ্য করো অতি বাধ্য রুপীয়ার দাস
যেখানে মনের স্বাস্থ্য অবলুপ্ত রোগ প্রেতাত্মার
সৌন্দর্যের ছায়া মুছে ঢাকিয়াছে সমস্ত আকাশ।

কবিতা যে ব্যর্থ হবে সেখানে তাহাতে কিছু আর
সংশয় নাহিক মোর (নির্বাক থাকাও অসম্ভব)
অতএব ফুল ছেড়ে করিয়াছি বেত্রদণ্ড সার;
মোটা বোল বিনিময়ে পেয়ে যাব কিছু মোটা স্তব।
দু'পক্ষেরই লাভ যাতে তাহাতে করিতে নাই ভুল
গণ্ডারের চর্ম ভেদ করে শুধু শাণিত কুড়ুল ॥

পুঁজির প্রগতি

এক জমিদারী তুলে তোমাকে ফেলেছি দুর্বিপাকে
এ কথা ভেবো না তুমি, সর্ববিধ আরাম আয়েশ
অবশ্যই পাবে, যদি মেনে চলো পুঁজির পন্থাকে
পাবে তুমি বিনা শর্তে দুরারোহ আনন্দের রেশ
বাণিজ্যে নাচিবে নটী, সুদের সোনালি কারবারে
সাক্ষী এসে ধরা দেবে, যাবতীয় শেয়ারবাজার
তোমার বিজয়বার্তা অবশ্য ঘোষিবে চারিধারে
জমিদারী হারিয়েও তুমি হবে দোসর রাজার।

দেখিবে গোলামী প্রথা আদতেই অসম্ভব নয়—
প্রজা হয়ে ছিল যারা হবে তারা খাঁটি ক্রীতদাস
সভ্যতার নামে তুমি অবশ্যই দেখাবে বিনয়
কেননা বিচিত্র রূপে ও কথাটা দিতেছে আশ্বাস।
প্রগতির ইতিহাস দেয় আজ সাক্ষ্য অনুরূপ
সুযোগ খুঁজিয়া নাও হে সন্ধানী থেকো না নিশ্চুপ ॥

তারকা

যে অশ্ববদনা তন্বী নিখিল তরুণ হৃদয়ের
একমাত্র অধিপত্নী, নিত্য যার বেড়ে যায় দাম
(নেপথ্যে তোমাকে বলি: খোঁজ নাও বন্ধু পকেটের
রৌপ্যের প্রাচুর্য হলে পুরে যেতে পারে মনস্কাম)
সে নারী আপন দেহে জেনো কভু বসায়নি হাট
আর্টের পূজারী দল অতিশুদ্ধ আর্টের খাতিরে
চাদর আড়াল টেনে ভরিয়াছে তার শূন্য খাট
কখনো করেনি ভয় সামাজিক চড় ও লাথিরে।

কচি কাঁচা দল মুগ্ধ তার এক কটাক্ষ ইঙ্গিতে
তরুণ হৃদয় লুব্ধ থাকে তার পাদুকার সুরে—
যখন কাঁপিয়ে পথ বিজয়িনী অপূর্ব ভঙ্গীতে
নাগরের বাহুলগ্না 'জীপে' ওঠে বহু পথ ঘুরে
হতাশ্বাস ভক্তবৃন্দ খোঁজে তারে বিরহ সংগীতে;
শতেক হৃদয় বন্দী নিবেদিত সে-তারার খুরে ॥

চাপ

বিশেষ লরীর নীচে চাপা পড়ে একদা অবেলা
আমার বিশিষ্ট আত্মা তৎক্ষণাৎ পৌঁছিল আকাশে।
সেখানেও শান্তি নাই দুই চোখে সর্ষে ফুল ভাসে
অশরীরী হাড়ে বেঁধে ক্রমাগত শারীরিক ঠেলা।
এ কোন বালাই আজ ক্রমাগত ছোঁড়ে মৃত্যু-ঢেলা,
পুত্রগণ জন্মদাস, কন্যারা হয়েছে সেবাদাসী
বস্তাবন্দী হয়ে তারা চলে যেন প্রেত অধিবাসী
বেঁচে থাকে দিন গণি: মাস শেষে আসিবে পহেলা।

[তবু এ বাঁচার মধ্যে দেখি যে মৃত্যুর রূপান্তর
যেমন অসুস্থ তন্দ্রা ছারপোকার নিয়ত দংশনে
(সব রক্ত শুষে নিল সর্বদাই বিভীষিকা মনে)।
রক্তবীজ-সন্ততিরা ছেয়ে ফেলে পল্লী ও শহর।
ছারপোকা মেরে শুধু দিন যাবে বিনিদ্র শয়নে
পাব নাকি শান্তি কভু ভেবে মন অহেতু জর্জর।]

শেষ

হে বাচাল! থামাও থামাও একটু প্রগলভতা,
মানুষের মতো যারা প্রয়োজন নাই তাহাদের
তোমার ব্যঙ্গোক্তি বিষ। জানি জানি গভীর মেঘের
অন্তরালে থাকে বজ্র; তার সাথে নাহি চলে কথা।
প্রবল গতিতে ঝড় ভেঙে ফেলে মৃত্যু-আবিষ্টতা ।
অজস্র বর্ষণে মেঘ মাঠ হতে ফেরে দূর মাঠে,
যদি পথে বাধা পড়ে মাথা ঠুকে মরে না কপাটে;
বজ্রের দুঃসহ দাহে প্রমাণ করে সে নিঃশঙ্কতা।

এ জীবন, এই মেঘে নামুক সে বজ্রের আভাস
শূন্য শুষ্ক মৃত মাঠে তার এক কটাক্ষ ইংগিত
নিমেষে থামায়ে দিক তৃণের চটুল পরিহাস?
বন হতে বনান্তরে ছুটে যাক উদ্দাম সংগীত;
জাগুক আঘাত ক্ষীণ দূর্বাদলে বনানীর শ্বাস
সব পরিহাস শেষে জীবনের বলিষ্ঠ ইংগিত ॥

পরিশিষ্ট

অনুস্বার প্রাসঙ্গিক তথ্য

"অনুস্বার" কবি পরিকল্পিত কবিতাগ্রন্থ। এই প্রথম প্রকাশিত হলো। দু একটি কবিতা পাওয়া যায়নি। দু'একটি কবিতা বর্জন করা হয়েছে। গ্রন্থনামকরণও কবিরই।

কবি পরিকল্পিত এই কবিতাগ্রন্থের সূচিপত্রের একটি খশড়া পাওয়া গেছে। সেই সূচিপত্রটি এখানে উদ্বৃত করছি:

এই তালিকার ডট (.) চিহ্নিত নামগুলি এমনভাবে কেটে দেওয়া যে, আমরা পড়তে পারিনি। ৩, ৫৮, ও ৫৯ সংখ্যক কবিতাটি ক্রসচিহ্ন। ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮ ও ৫৪ সংখ্যক কবিতার নামগুলি কেটে-দেওয়া। 'স্বতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ সংকীর্তন কবিতাটি (–) ক্রস চিহ্নিত।

এই গ্রন্থভূক্ত কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৪৪-৪৬ —এই তিন বছরে। তথ্যটি কবির হাতের লেখায় পাওয়া গেছে। স্মরণীয় : কবি এইসময় কলকাতায় ছিলেন। প্রচারের জন্য এই বইয়ের একটি ব্যঙ্গাত্মক বিজ্ঞাপনও লিখেছিলেন কবি। সেটি এরকম:

সদ্য প্রকাশিত:
ফররুখ আহমদের ব্যঙ্গকবিতাগ্রন্থ
অনুস্বার-২
আপনি অথবা আপনার দল
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে
যে অন্যায় করছেন বা যে অন্যায়কে
প্রশ্রয় দিচ্ছেন
যার ফলে সমাজদেহ প্রতিদিন বিষাক্ত হয়ে উঠছে
সেই পুঞ্জীভূত অন্যায়ের বুকে পিঠে
বিদ্রূপের নির্মম কশাঘাত চালিয়েছেন
কবি ফররুখ আহমদ
তাঁর
সদ্যপ্রকাশিত বিদ্রূপাত্মক কাব্যগ্রন্থ
আপনার পঞ্জরাস্থি বিদীর্ণ করবে।

কবিতাগুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু সংবাদ!—'কাক' কবিতাটি সম্ভবত খশড়া— শেষ পঙক্তিটি অসম্পূর্ণ। 'ট্যাডিশন' কবিতার শেষ লাইনে চার

অক্ষরের একটি শব্দে অনুপস্থিতি দেখে বোঝা যায়, এটিও খশড়া। 'ফাঁদ' কবিতার ওপরে কবির হস্তাক্ষরে লেখা ও কেটে দেওয়া: (চুরি সিরিজ, চাপ, ঘুঘু সংবাদ, শেষ)। 'অরসিকেষু' কবিতার আরো দুটি নাম ভেবেছিলেন: 'নির্বোধ পাঠকের প্রতি'/'স্থূলবুদ্ধিকে'। 'পুঁজির প্রগতি' কবিতার শিরোনাম ভেবেছিলেন: 'কোনো বিমর্ষ জমিদার নন্দনকে'/ 'জয়তু পুঁজিবাদ'/ 'জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সংবাদ'। 'হাইব্রিড' কবিতার অন্য দুটি কবি পরিকল্পিত নাম: 'ক্রসব্রিড' 'দো আঁশলা' (কেটে দেওয়া)। "অনুস্বার" গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা পত্রিকায় বেরিয়েছিলো। –'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ সংখ্যায় 'অনুস্বার' শিরোনামে কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়: 'ভূমিকা', 'বোঝাপড়া', 'নীতি', 'নীল হাওয়া', 'পন্থী', 'উত্থিতা', 'অভিজাত তন্দ্রা', 'সাম্প্রতিক', 'আদর্শ', 'উর্দু বনাম বাংলা', 'স্বরূপ', 'চামড়া', 'চাপ', ও 'শেষ'। 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার আষাঢ় ১৩৫২ সংখ্যায় 'শনিবারী' শিরোনামে প্রকাশিত হয়: 'বিড়াল' [পরিশোধিত শিরোনাম 'বিল্লী'], 'পেশাদারী বিদ্যালয়' ও 'শনিবারী'। সনেটটি পাণ্ডুলিপিতে বর্জিত হয়, বর্তমানে সংকলনেও নেই, 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাকে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছিল।] সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' পত্রিকার ১৯৪৬ এর ঈদসংখ্যায় 'অনুস্বার' শিরোনামে এই ক-টি কবিতা বেরিয়েছিলো : 'শরীফ', 'শরীফ দ্বিতীয় প্রকার', 'চোর' [পরিশোধিত শিরোনাম 'চুরি'], 'উপরি', 'ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ সংকীর্তন', 'তলপীবরদার' ও 'সালসার বিজ্ঞাপন'। মৃত্তিকা' পত্রিকার বসন্ত ১৩৫১ সংখ্যা 'পাচন' শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই কবিতাগুচ্ছ: ইঁদুর, 'দেশলাই', 'নেতা', 'লাল দিন' [সংশোধিত শিরোনাম 'ইডেন গার্ডেনে'] 'পাচন' [পরিশোধিত শিরোনাম রাসায়ন] 'অভিবাদন' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৫৩ সংখ্যায় বেরিয়েছিলো 'জমিওয়ালা' ও 'কুলি-চালক' 'ক্রান্তি' পত্রিকার ১৩৫৩ শারদীয় সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিলো 'পাতি রাজা'।

ফররুখ আহমদ এই ব্যঙ্গকবিতাগুলি স্বনামে লিখেছিলেন। দেশ বিভাগোত্তরকালে ফররুখ আহমদ কয়েকটি ছদ্মনাম গ্রহণ করেন ব্যঙ্গ কবিতা লেখার জন্য। যতোদূর আমরা জানি, দেশবিভাগের আগে তিনি কোনো ছদ্মনাম নেননি; তবে 'মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় তাঁর নামের আদ্যাক্ষর 'ফ' স্বাক্ষরে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন, 'এফ. আহমদ' নামে একটি গদ্যরচনা।

"অনুস্বার" একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থ। আগেই উদ্ধৃত হয়েছে, বইটির জন্যে কবি একটি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত লিখেছিলেন। 'উৎসর্গও করেছিলেন, পরে

'উৎসর্গ শব্দটি কেটে নামকরণ করেন 'কোন নির্বোধ কর্মীকে'। প্রথম ও শেষ কবিতা ('ভূমিকা ও শেষ') দেখেও বোঝা যায় কবির সুপরিকল্পনা। প্রায় প্রথম থেকেই ব্যঙ্গকবিতা লিখে আসছিলেন কবি। "ঘুঘু সংবাদ" নামে তাঁর একটি ব্যঙ্গকবিতাগ্রন্থ দেশবিভাগের আগে বিজ্ঞাপিতও হয়েছিলো। পরবর্তী ব্যঙ্গকবিতাগ্রন্থ: "ধোলাই কাব্য" (ফারুক মাহমুদ সম্পাদিত), "তসবিরনাম", "নসিহতনামা", "ঐতিহাসিক অনৈতিক কাব্য", "গুলের খসড়া", "হালকা লেখা", "রসরঙ্গ" প্রভৃতি। সবগুলি এখনো প্রকাশিত হয়নি। আরো অজস্র ব্যঙ্গ কবিতা রয়েছে কবির।

এই বই এ চিত্রিত হয়েছে সমকালীন বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন সমস্যা। মনে রাখতে হবে, এই কবিতাগুচ্ছের রচনার স্থান কলকাতা ও কাল চল্লিশের দশক।.এইসব ব্যঙ্গকবিতার কেন্দ্রীয় বিষয়: শোষিত বঞ্চিত মানুষের জন্যে সমবেদনা। ধনতন্ত্র-বিদ্বেষ, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্রূপ, আতরাফদের জন্য সহানুভূতি দেখা যায় কবিতায় কবিতায়। "অভিজাত তন্দ্রা এবং আরো কোনো কোনো কবিতায় আছে মন্বন্তরের ছায়া। 'ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ সংকীর্তন' কবিতায় ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করেছেন আতীক্ষ্ণ ভাষায়। 'বাংলা বনাম উর্দু' কবিতায় বাংলাকে প্রবলভাবে সমর্থন করেছেন— ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের আগে পরেও র বাংলা ভাষার সমর্থনে আরো কবিতা ও গদ্য লিখেছিলেন। প্রকৃত ধর্মে আস্থাশীল ছিলেন বলেই ধর্মধ্বজীদের প্রচন্ড আঘাত হেনেছেন। য়োরোপীয় নগ্নতার বিরুদ্ধে খড়গ তুলে ধরেছেন— 'নীল হাওয়া', 'উত্থিতা' প্রভৃতি কবিতায়।

অজিত দত্তের (১৯০৮-৭৯) মতোই ফররুখ আহমদের কবিতায় একটি দিক প্রবল রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন, অপর দিক ব্যঙ্গবিদ্রূপে উন্মুখর। অজিত দত্তের দ্বারা ফররুখ খানিকটা উদ্বুদ্ধও হয়েছিলেন, মনে হয়। এই গ্রন্থে আমরা দেখছি— ব্যঙ্গকবিতার মাধ্যম হিশেবে তিনি বেছে নিয়েছেন ১৪ ও ১৮ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। অজিত দত্তেরও অনেক ব্যঙ্গকবিতার বাহন সনেট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অজিত দত্ত থেকে পৃথক হয়ে গেছেন ফররুখ। "অনুস্বার" এর সর্বশেষ কবিতা পড়ে বোঝা যায় : ফররুখ আহমদ ব্যঙ্গ কবিতায় অজিত দত্তের মতো আমুন্ড নিমজ্জিত হননি— উত্তীর্ণ হয়েছেন জীবনের বলিষ্ঠ প্রদীপ্ততে।

তথ্যসূত্র:

ফররুখ আহমদ রচনাবলী আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত।

প্রবন্ধ : জুন ১৯৯৫। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী ঢাকা।

দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হ'য়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,
বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা
উর্দু নীল আভিজাত্যে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)।
আতরাফ রক্তের গন্ধে দেখি আজ কে করে বমন?
খাঁটি শরাফতি নিতে ধরিয়াছি যে অজানা বুলি
তার দাপে চমকাবে এক সাথে বেয়ারা ও কুলি
সঠিক পশ্চিমী ধাঁচে যে মুহূর্তে করিব তর্জন।

পূর্ণ মোগলাই ভাব তার সাথে দু'পুরুষ পরে
বাবরের বংশ দাবী—জানি তা অবশ্য সুকঠিন
কিন্তু কোন লাভ বল হাল ছেড়ে দিলে এ প্রহরে
আমার আবাদী গন্ধ নাকে পায় আজো অর্বাচীন।
পূর্বোক্ত তালাক সূত্রে শরাফতি করিব অর্জন;
নবাবী রক্তের ঝাঁজ আশা করি পাবে পুত্রগণ।

মাটিগন্ধা